The Dhaka University Journal of Linguistics: Vol. 15, No. 29-30, Published by the Registrar, University of Dhaka, ISSN 2075-3098

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধকালীন ডাকটিকিট : গ্রাফিক্যাল নকশার চিহ্নতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ

সন্জীব কান্তি দাস[১], ভদ্রেশু রীটা[২]

Abstract: The War of Independence was an armed conflict that came into reality due to the rise of Bangali nationalism. This immortal episode in the history of Bangladesh has been translated to art through different media as well as in the first postage stamp published during the Liberation War. As an effective protest against aggression, the postage stamps appealed to the conscience of people. The main impact was delivered through the planned and harmonious utilization of different graphical features. The design and artform in the eight notable postage stamps published during the Liberation War to stimulate the public conscience is the focus of this study.

চাবি-শব্দ : *ডাকটিকিট, মুক্তিযুদ্ধ, গ্রাফিক্যাল বৈশিষ্ট্য, রং, চিহ্নতত্ত্ব, চিত্রভাষা*

১. ভূমিকা

ডাকটিকিট দৃশ্যগত যোগাযোগের (visual communication) অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি মাধ্যম; যা পৃথিবীর সকল শ্রেণির মানুষের কাছে পরিচিত এবং পরস্পরের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষায় অপরিহার্য। এটি শুধু মানুষের ব্যক্তিগত সংযোগ তৈরির উদ্দেশ্য পূরণকে উৎসাহিত করে না, বরং জনসচেতনতা, সামাজিক পরিচিতি, জাতীয় সংস্কৃতি, নান্দনিক মূল্যবোধ– প্রভৃতি ক্ষেত্রে বলিষ্ঠ এক কণ্ঠস্বর ; যার প্রকাশ ও প্রচলন দেখা যায় বাংলাদেশসহ সারা বিশ্বে। আকারে ছোট হলেও ডাকটিকিট ইতিহাসের সত্য পথের স্মৃতিসত্তার স্বাক্ষর বহন করে ; যা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে মানুষের চেতনাকে উজ্জীবিত করে। এই চেতনা তৈরির মূল চালক– ডাকটিকিটের নকশায় উপস্থাপিত বিভিন্ন ধরনের চিত্রভাষা। এই ভাষা যে বার্তা প্রচার করে তাতে দেশের চলমান বিভিন্ন ঘটনাবহুল পারিপার্শ্বিক অবস্থার বিপরীতে মানুষকে প্রতিক্রিয়াশীল হওয়ার কৌশল শেখায় ; যার অভিগমন দেখা যায় একজন দুজন নয়, লক্ষ কোটি মানুষের মাঝে। এর প্রমাণ পাওয়া যায় বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধকালীন বিভিন্ন স্মারক ডাকটিকিট নকশার রূপকল্পে। এ কারণে

---

[১] প্রভাষক, প্রিন্টিং এন্ড পাবলিকেশন স্টাডিজ বিভাগ, সামাজিক বিজ্ঞান অনুষদ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ও তালিকাভুক্ত নকশাবিদ, বাংলাদেশ ডাক অধিদপ্তর

[২] সহলেখক, সহযোগী অধ্যাপক, গ্রাফিক ডিজাইন বিভাগ, চারুকলা অনুষদ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

বর্তমান আলোচনার ক্ষেত্র হিসেবে নির্বাচিত হয়েছে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধকালীন ডাকটিকিটের গ্রাফিক্যাল নকশার বিষয়টি। এক্ষেত্রে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধকালীন প্রকাশিত প্রথম আটটি ডাকটিকিটে উপস্থাপিত বিভিন্ন ধরনের চিত্রভাষার গ্রাফিক্যাল (graphical) বৈশিষ্ট্য ও সেগুলো কীভাবে বিভিন্ন চিহ্ন সৃষ্টির মাধ্যমে নির্দিষ্ট বার্তা প্রদান করে বিশ্ব জনমনে চেতনা তৈরি করেছিল– সেই বিষয়টি মূলত অনুসন্ধান করা হয়েছে।

২. গবেষণার উদ্দেশ্য

বর্তমান গবেষণার প্রধান উদ্দেশ্য– বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন প্রকাশিত প্রথম আটটি ডাকটিকিট নকশার গ্রাফিক্যাল বৈশিষ্ট্যসমূহ শনাক্তকরণ এবং উক্ত গ্রাফিক্যাল বৈশিষ্ট্যের মাধ্যমে সৃষ্ট রূপকল্পের অন্তর্নিহিত বার্তার বিশ্লেষণ, যা বিশ্ব জনমনে চেতনা তৈরি করতে সাহায্য করেছে, তা নির্ণয় করা।

উদ্দেশ্য অনুসারে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে দুটি প্রশ্ন তৈরি করা হয়েছে। যথা :

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন প্রকাশিত প্রথম আটটি ডাকটিকিট ডিজাইনে–

১. কী ধরনের গ্রাফিক্যাল বৈশিষ্ট্য প্রতিফলিত হয়েছে?

২. ব্যবহৃত বিভিন্ন গ্রাফিক্যাল উপাদান কর্তৃক তৈরিকৃতি রূপকল্পের চিহ্ন কী বার্তা প্রদান করেছে এবং কীভাবে তা পৃথিবীর মানুষের চেতনাকে প্রভাবিত করেছে?

আলোচ্য গবেষণাটি মূলত এই প্রশ্ন দু'টিতে কেন্দ্রীভূত হয়েছে ; যার উত্তর অনুসন্ধানের মাধ্যমে বাংলাদেশের ডাকটিকিট ডিজাইনের বিষয়াদি সম্পর্কে একটি ধারণা প্রদান করা হয়েছে।

৩. গবেষণার যৌক্তিকতা

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ ইতিহাসের এক কালজয়ী উপাখ্যান। এর প্রতিফলন বিভিন্ন দৃশ্যগত মাধ্যমের মতো ডাকটিকিটেও প্রবলভাবে বিদ্যমান। এক্ষেত্রে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন মুক্তাঞ্চল থেকে প্রকাশিত প্রথম আটটি ডাকটিকিট ; যেগুলি বাংলাদেশের স্বাধীনতা অর্জনে বিশেষ ভূমিকা রেখেছিল। এগুলির মাধ্যমেই মূলত বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের স্বপক্ষে বহির্বিশ্বের জনমত ও সমর্থন তৈরি হয়েছিল। এ বিষয়ে ইতিহাস ভিত্তিক অনেক অনুসন্ধান হয়েছে, যেখানে কখনও কখনও উল্লিখিত আটটি ডাকটিকিটের বিষয়-বৈচিত্র্য ও এর প্রেক্ষাপট আলোচিত হয়েছে। কিন্তু ডিজাইনগত দৃষ্টিকোণ থেকে এর গ্রাফিক্যাল বৈশিষ্ট্য এবং চিত্রভাষা নিয়ে এখন পর্যন্ত কোনো গবেষণা হয়নি। অথচ ডাকটিকিট ডিজাইনের মান উন্নয়নের ক্ষেত্রে এই ধরনের অনুসন্ধান ও গবেষণা অত্যন্ত জরুরি। কারণ ডাকটিকিট শুধু ডাকমাশুল পরিশোধের একটি প্রতীক হিসেবেই ব্যবহৃত হয় না, বরং এটি দেশ-বিদেশে নির্দিষ্ট দেশ ও জাতির

নিজস্ব পরিচিতি তুলে ধরার একটি জোরালো মাধ্যম। এই পরিচিতি মূলত রূপায়িত হয় ডাকটিকিটের নকশার গ্রাফিক্যাল বৈশিষ্ট্য ও রূপকল্পের চিহ্নগত বার্তার ওপর নির্ভর করে। একারণেই বর্তমান গবেষণার ক্ষেত্র হিসেবে প্রাধান্য পেয়েছে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধকালীন ডাকটিকিটের গ্রাফিক্যাল নকশার চিহ্নতাত্ত্বিক বিষয়টি। এক্ষেত্রে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন প্রকাশিত প্রথম আটটি ডাকটিকিটের মধ্যে এই গবেষণা সীমাবদ্ধ রাখা হয়েছে।

৪. আধেয় বিশ্লেষণের তত্ত্বীয় কাঠামো

বর্তমান গবেষণার সার্বিক পচিরচালনার লক্ষ্যে কয়েকটি তত্ত্বের সাহায্য নেয়া হয়েছে, যা সংশ্লিষ্ট বিষয়ের সঙ্গে খুবই প্রাসঙ্গিক এবং যৌক্তিক। যেমন :

ক) নকশা তত্ত্ব (design theory) : নকশা তত্ত্ব হলো দৃশ্যগত বিভিন্ন তথ্য পর্যবেক্ষণ এবং উপলব্ধি করার একটি পদ্ধতি ; যেখানে গ্রাফিক ডিজাইনের উপাদান নির্ণয়, নিয়ম-নীতি অনুধাবন, শ্রেণিবদ্ধকরণ এবং তা অনুশীলন করা হয়ে থাকে (Bryony, 2012 : 21)। সহজ কথায়, নকশা তত্ত্বে গ্রাফিক্যাল বিভিন্ন উপাদান, যেমন : রেখা (line), আকার (size), আকৃতি (shape), রঙ (color), টেক্সচার (texture), টাইপোগ্রাফি (typography) ইত্যাদি চিহ্নিতকরণ এবং নান্দনিকতা তৈরির জন্য এগুলোকে একটি সুনির্দিষ্ট নীতি, যেমন : পুনরাবৃত্তি (repitition), অনুপাত (proportion), বৈপরীত্য (contrast), ভারসাম্য (balance), ছন্দ (rhythm), ফাঁকা স্পেস (white space), ঐক্য (unity) ইত্যাদির মাধ্যমে সাজানোর প্রক্রিয়া আলোচনা করা হয়। ডাকটিকিট তথা গ্রাফিক ডিজাইনের যেকোনো উপস্থাপনা ডিজাইনের দিক থেকে নান্দনিক হয়ে ওঠে মূলত বৈচিত্র্যময় বিষয়বস্তু নির্বাচন এবং নকশা তত্ত্বের সাহায্যে এর যথাযথ উপস্থাপনে। আলোচ্য ডাকটিকিটের নকশায় কীভাবে এর প্রতিফলন ঘটে বার্তাবহ রূপকল্প তৈরি হয়েছে, তা আলোচিত হয়েছে।

খ) চিহ্নবিজ্ঞান (semiotics) : চিহ্নবিজ্ঞান হলো চিহ্নের বাহ্যিক রূপ ও তার অন্তঃস্থিত বার্তার মধ্যকার সম্পর্ক নিয়ে চর্চা করার একটি কার্যকরী মাধ্যম। চিহ্ন মূলত তৈরি হয় নির্দিষ্ট প্রতিবেশে বিভিন্ন বিষয়ে মানুষের অর্জিত জ্ঞান ও উপলব্ধির ওপর ভিত্তি করে। এক্ষেত্রে চিহ্নের পরিচিতি ও মানদণ্ড নির্ধারিত হয় নিজস্ব ঐতিহ্যগত বৈশিষ্ট্যকে কেন্দ্র করে (রহমান, ২০০৮ : ৪)। বস্তুজগতের ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য রূপ হলো চিহ্নের চিহ্নায়ক এবং এই সেই ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য রূপের অন্তরালে চিন্তাজগতের যে ব্যাখ্যা বা বিমূর্ত ধারণা অথবা উপলব্ধি– তা ই হলো চিহ্নায়িত। একটি চিহ্নায়ক যেমন অনেক সংকেত (code) বা প্রতীক (symbol) রূপে ব্যাখ্যায়িত হতে পারে, তেমনি একটিমাত্র ব্যাখ্যা বা চিহ্নায়িতের জন্য থাকতে পারে অনেক উপাদান বা চিহ্নায়ক (Sebeok, 2001 : 6-7)। আলোচ্য ডাকটিকিটের নকশার রূপকল্পে চিহ্নবিজ্ঞানের এই তত্ত্ব কীভাবে যুক্ত হয়ে অন্তর্নিহিত বার্তার স্বরূপ উন্মোচন করেছে, তা বিশ্লেষিত হয়েছে।

গ) রঙতত্ত্ব ও রঙের মনস্তত্ত্ব (color theory & color psychology) : রঙ এমন একটি রঞ্জক পদার্থ, যা প্রান্তসীমা (edge) দৃশ্যমান করার মাধ্যমে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য সকল বস্তুর আলাদা আলাদা অবয়ব দৃষ্টিগোচর করে। বিজ্ঞানী আইজাক নিউটন ১৭০৪ সালে চক্র আকারে (color wheel) রঙের চিত্র উপস্থাপন করেন, যা রঙ তত্ত্ব নামে পরিচিত (Kendall, 2022 : para 7)। পরবর্তীতে এই রঙের চক্রকে উন্নীত করে জার্মান লেখক জোহান ওলগ্যাঙ গোথে (Johann Wolfgang Goethe) প্রত্যেক রঙকে সংবেদনশীল এবং মনস্তাত্ত্বিক রূপে বর্ণনা করেন (Charles, 1995 : 1)। তাঁর মত অনুসারে– রঙ মানুষের মনস্তাত্ত্বিক প্রতিক্রিয়ার সঙ্গে জড়িত। এক্ষেত্রে একই রঙ ভিন্ন ভিন্ন উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হতে পারে ; যা রঙতত্ত্ব-এর ধারণা নিয়ে তৈরি হয় এবং বিভিন্ন সমাজে তা নিজস্ব সংস্কৃতি ও ধর্মীয় বিশ্বাসের ওপর ভিত্তি করে পরিচালিত হয় (Darrodi, 2012 : 16)। আলোচ্য ডাকটিকিটে ব্যবহৃত রঙ কীভাবে চিহ্ন সংবলিত রূপকল্প তৈরিতে নকশার সহায়ক উপাত্ত হিসেবে ভূমিকা পালন করেছে তা আলোচিত হয়েছে।

৫. গবেষণা পদ্ধতি

বর্তমান গবেষণায় প্রথমত. নকশা তত্ত্বের মাধ্যমে উল্লিখিত ডাকটিকিটে তৈরিকৃত রূপকল্পের মাঝে নির্দিষ্ট চিহ্নের অনুসন্ধান করা হয়েছে। অর্থাৎ এখানে ব্যবহৃত বিভিন্ন ড্রয়িং, চিত্র, টাইপোগ্রাফি, ফটোগ্রাফ ইত্যাদি পরস্পরের সঙ্গে নির্দিষ্ট অনুপাত, বৈপরীত্য, ভারসাম্য ও ঐক্যের সমন্বয়ে কী ধরনের এবং কীভাবে চিহ্ন তৈরি করেছে, তা খুঁজে দেখা হয়েছে। দ্বিতীয়ত. চিহ্ন তত্ত্ব ও রঙ তত্ত্বের সাহায্যে অনুসন্ধানকৃত চিহ্নের অন্তর্নিহিত বার্তার ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করা হয়েছে। এক্ষেত্রে মূলত গবেষকের গ্রাফিক্যাল দৃষ্টিভঙ্গি ও মনস্তাত্ত্বিক বোধ চেতনা উক্ত প্রক্রিয়ার জন্য প্রযোজ্য বলে বিবেচিত হয়েছে।

বাংলাদেশে বিভিন্ন ধরনের ডাকটিকিট প্রকাশিত হয়ে থাকে। এর মধ্য থেকে বর্তমান গবেষণার জন্য উদ্দেশ্যমূলকভাবে নির্বাচন করা হয়েছে স্মারক ডাকটিকিটের বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন মুক্তাঞ্চল থেকে প্রকাশিত প্রথম আটটি ডাকটিকিট। যদিও 'মুক্তিযুদ্ধ' বিষয় নিয়ে স্বাধীনতা পরবর্তী বাংলাদেশে বিভিন্ন সময়ে নানা উপলক্ষ্যে অনেক ঐতিহাসিক ডাকটিকিট প্রকাশিত হয়েছে, কিন্তু নির্বাচিত আটটি ডাকটিকিট এই ধারাবাহিকতার প্রথম প্রকাশিত ডাকটিকিট এবং এগুলি বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের সময়ে বিশেষ ভূমিকা রেখেছিল। একারণে, মূলত বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট বিবেচনায় এই গবেষণায় ডাকটিকিট নির্বাচনের ক্ষেত্রে বাছাই করা হয়েছে মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন প্রকাশিত প্রথম আটটি ডাকটিকিট।

এক্ষেত্রে প্রাথমিক উৎস হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে মুক্তিযুদ্ধকালীন প্রকাশিত বাংলাদেশের প্রথম আটটি ডাকটিকিট ; যা বাংলাদেশ ডাক অধিদপ্তর থেকে সংগৃহীত হয়েছে। অন্যদিকে গবেষণা সংশ্লিষ্ট অন্যান্য সকল ধরনের তথ্য অন্বেষণের জন্য দ্বৈতীয়িক উৎস হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে প্রকাশিত বিভিন্ন গ্রন্থ/অভিসন্দর্ভ/গবেষণা পত্রিকা/অনলাইন সূত্র ইত্যাদি।

৬. ডাকটিকিট পরিচিতি ও এর ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট

ডাকটিকিট হলো ডাক ব্যবস্থার একটি প্রতীক (চৌধুরী, ২০১০ : ১১)। এটি মূলত ডাকমাশুল পরিশোধের প্রমাণস্বরূপ রঙিন ছোট্ট একটি কাগজের টুকরোবিশেষ (ভদ্র, ২০১৭ : ৩৯৭) : যার পেছনটা আঠালো এবং পরস্পর থেকে অবমুক্ত করার জন্য এর চারপাশে খাঁজকাটা করা থাকে। এর মাধ্যমে বিভিন্ন সরকারী-বেসরকারী প্রতিষ্ঠান থেকে শুরু করে সাধারণ মানুষের ব্যক্তিগত চিঠিপত্র, দলিল-দস্তাবেজ, পণ্যদ্রব্য ডাকযোগে বিভিন্ন স্থানে প্রেরিত হয়ে থাকে। এছাড়াও চলমান বিশ্বে ডাকটিকিট একটি ব্যবসায়িক পণ্য হিসেবে পরিচিতি লাভ করেছে ; যেখানে এটি বিভিন্ন মূল্যে দেশ-বিদেশে বিনিময় হয়ে থাকে। বিভিন্ন দেশের ক্ষেত্রে এটি বিভিন্ন মূল্যমান এবং নানা আকৃতির হয়ে থাকে।

ডাকটিকিট প্রথম প্রবর্তিত হয় উনিশ শতকে। বৃটেনের অধিবাসী রোলান্ড হিল (Rowland Hill) নামের একজন স্কুল শিক্ষকের প্রস্তাব এবং আইডিয়া অনুসারে ১৮৪০ সালের ১ মে গ্রেট বৃটেনে ‘পেনি ব্ল্যাক’ নামে সর্ব প্রথম ডাকটিকিটের ডিজাইন প্রকাশিত হয় (চৌধুরী, ২০১০ : ৩৯)। এই ধারাবাহিকতায়, ১৮৫২ সালের ১ জুলাই প্রকাশিত হয় অবিভক্ত ভারতবর্ষের সিন্ধু প্রদেশে ‘সিন্ধু ডাক’ নামে প্রথম ডাকটিকিট; যা এশিয়ায় প্রচলিত সর্বপ্রথম ডাকটিকিট হলেও তা শুধু সিন্ধু প্রদেশের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল (পাল, ২০০৮ : ৯৭)। প্রথম সর্বভারতীয় ডাকটিকিট মূলত প্রকাশিত হয় ১৮৫৪ সালের ১ অক্টোবর (ঘোষ, ২০০৮ : ১৫১)। ১৯৪৭ সালে ভারতবর্ষ বিভক্ত হওয়ার পর ১৯৪৮ সালের ৯ জুলাই চারটি স্মারক ডাকটিকিট প্রকাশের মধ্য দিয়ে পাকিস্তানে প্রথম নিজস্ব ডাকটিকিটের প্রচলন শুরু হয় (চৌধুরী, ২০১০ : ৩১)। বাংলাদেশের স্বাধীনতার পূর্বে ১৯৭১ সালের ২৯ জুলাই মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন মুজিবনগর সরকারের উদ্যোগে মুক্তাঞ্চল থেকে প্রথম আটটি ডাকটিকিট প্রকাশিত হয় (মোর্শেদ, ২০২২ : ৯)। আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন ভারতীয় বাঙালি গ্রাফিক ডিজাইনার বিমান মল্লিক কর্তৃক নকশাকৃত (ভদ্র, ২০১৮ : ৩৯৯) এই ডাকটিকিটগুলি লন্ডন জিপিও থেকে প্রকাশিত হয়। এগুলির আয়তন ছিল ৩৯ X ২৫.৫ মি. মি. এবং পারফোরেশন বা ছিদ্রক ছিল ১৪.৫ ; যার মূল্যমান ছিল ১০ পয়সা, ২০ পয়সা, ৫০ পয়সা, ১ টাকা, ২ টাকা, ৩

টাকা, ৫ টাকা এবং ১০ টাকা (চৌধুরী, ২০১০ : ৮২-৮৩)। বাংলাদেশের ইতিহাসের প্রামাণ্য দলিলস্বরূপ উল্লিখিত এই প্রথম আটটি 'ডাকটিকিট'-এর গ্রাফিক্যাল নকশার চিহ্নগত বার্তা অনুসন্ধান-ই মূলত আলোচ্য বিষয়ের মূল প্রতিপাদ্য।

'পেনি ব্ল্যাক' নামে পৃথিবীর প্রথম ডাকটিকিট
(ভদ্র, ২০১৭ : ১৪১)

'সিন্ধু ডাক' নামে এশিয়ার প্রথম ডাকটিকিট *(ভদ্র, ২০১৮ : ১৭০)*

প্রথম সর্বভারতীয় ডাকটিকিট
(Rahman, 2019 : 7)

১৯৫৬ সালের ১৪ আগস্টে প্রকাশিত সর্বপ্রথম বাংলা শব্দ ব্যবহৃত পাকিস্তানের ডাকটিকিট
(রহমান, ২০০৯ : ৫০)

১৯৫৬ সালের ১৫ আগস্টে প্রকাশিত সর্বপ্রথম বাংলা ভাষায় 'পাকিস্তান' শব্দযুক্ত পূর্ব পাকিস্তানের মানচিত্র সংবলিত ডাকটিকিট *(রহমান, ২০০৯ : ৫৪)*

৭. মুক্তিযুদ্ধকালীন প্রকাশিত ডাকটিকিটের গ্রাফিক্যাল নকশার চিহ্নতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ

ডাকটিকিট তথা নকশায় উপস্থাপিত গ্রাফিক্যাল উপাদানগুলো সাধারণত দর্শকের পরিজ্ঞাত হয়ে থাকে। এই চেনা উপাদান যখন গ্রাফিক্যাল বৈশিষ্ট্যের মাধ্যমে সজ্জিত হয়ে নির্দিষ্ট রূপকল্পে পরিণত হয়, মূলত তখনই তা মানুষের আবেগ ও কল্পনাকে উদ্বেলিত করে। এভাবেই ডাকটিকিট এবং মানুষের মাঝে এক ধরনের দৃশ্যগত যোগাযোগ তৈরি হয়। আলোচ্য ডাকটিকিটগুলোর নকশা বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে, বিশেষ করে নকশার গ্রাফিক্যাল বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে একটি প্রাথমিক ধারণা দেওয়া আবশ্যক। এক্ষেত্রে বোঝার সুবিধার্থে উদাহরণস্বরূপ পূর্বে উল্লিখিত একটি ডাকটিকিটের গ্রাফিক্যাল বিশেষত্বের বিষয়টি নিম্নে রেখা-অঙ্কনের মাধ্যমে তুলে ধরা হলো–

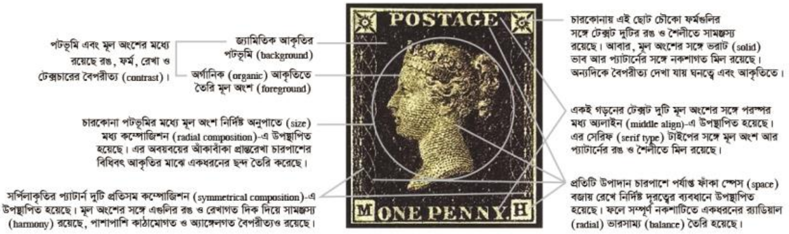

ডাকটিকিটের নকশার গ্রাফিক্যাল বৈশিষ্ট্যের নমুনা

নিম্নে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন প্রকাশিত নির্দিষ্ট আটটি ডাকটিকিটের গ্রাফিক্যাল নকশা সম্পর্কে আলোচনা করা হলো–

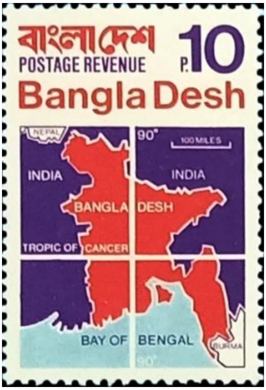

চিত্র ১ **: বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন প্রকাশিত ডাকটিকিট**
(বাংলাদেশ ডাক অধিদপ্তর থেকে সংগৃহীত)

- **চিত্র ১ :** ১০ পয়সা মূল্যমানের এই ডাকটিকিটে প্রতিসম কম্পোজিশন (symmetrical composition)-এ উপস্থাপিত হয়েছে স্বাধীন হওয়ার পূর্বেকার বাংলাদেশের মানচিত্র। ওপরের বাম পাশের প্রান্ত ঘেঁসে নেপালের মানচিত্রের অংশবিশেষ এবং নিচে ডান প্রান্তের সঙ্গে বার্মার মানচিত্রের কিছু অংশ দৃশ্যায়িত হয়েছে। বাংলাদেশের মানচিত্রের ডানপাশের নানা বাঁকের বিপরীতে বাম পাশের তুলনামূলক উল্লম্ব গড়নে ভারসাম্য (balance) প্রতিস্থাপিত হয়েছে নিচের বাম প্রান্ত বরাবর বঙ্গোপসাগরের ধারাবাহিকতার মাধ্যমে। গাঢ় বেগুনী রঙের পটভূমিতে উজ্জ্বল লাল রঙের মানচিত্র এবং হালকা নীল রঙের পানির ধারণা সংবলিত বঙ্গোপসাগরের চিত্রে রঙের বৈপরীত্য (contrast) রয়েছে। আবার, এর চারপাশে সাদা রেখার মাধ্যমে যেমন একদিকে প্রতিটি উপাদান পৃথকীকরণে সহজ হয়েছে, তেমনি অন্যদিকে চারপাশে ছড়ানো বিভিন্ন টেক্সটের রঙের মাধ্যমে এই রেখার সঙ্গে একধরনের সম্পর্কও তৈরি হয়েছে। পাশাপাশি বিভিন্ন বক্র রেখার মাঝে আনুভূমিক ও উল্লম্ব দু'টি মোটা রেখার কাঠামোর সঙ্গে সামঞ্জস্য রয়েছে ওপরে ডান পাশের দূরত্বের ধারণা দেয়া আনুভূমিক রেখাটির। এমনকি কৌণিক অবস্থানে উপস্থাপিত দু'টি ভিন্ন দেশের মানচিত্রের মধ্যে জমিনের বেগুনী রঙের ব্যবহারেও এই সাজুয্য পরিলক্ষিত হয়। ফলে উপস্থাপিত প্রতিটি উপাদানের সঙ্গে একধরনের ঐক্য তৈরি হয়েছে ; যা দৃশ্যগত যোগাযোগের প্রাথমিক শর্ত হিসেবে বহির্বিশ্বের দৃষ্টি আকর্ষণে বিশেষ ভূমিকা পালন করেছে।

চিহ্নতাত্ত্বিক বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে এখানে ব্যবহৃত বিভিন্ন উপাদানের মধ্যে লক্ষণীয়–

প্রথমত, স্বাভাবিক মানচিত্রের সূক্ষ্ম বিষয়াদি এখানে অনুপস্থিত। এমনকি এর বহিঃকাঠামোতেও নেই রেখার নিখুঁত আঁচড়। ফলে প্রথম দর্শনে এটি একটি মানচিত্রের

প্রাথমিক খসড়া বলে অনুভূত হয়। সংকুচিত এই রেখায় রয়েছে এক ধরনের উদ্বেগ, অস্থিরতা ; যা প্রতিষ্ঠিত না হওয়া একটি দেশের মানচিত্রের জন্য অত্যন্ত সঙ্গত একটি রূপকল্প। রেখাটি ন্যুব্জ হলেও এর সাদা রঙ দৃঢ়ভাবে ব্যক্ত করছে একটি সফল দিনের শুরুর প্রত্যয়। এই রেখার মাধ্যমে বিশ্ববাসীর চেতনায় জন্ম না নেয়া 'বাংলাদেশ' নামের একটি রাষ্ট্রের প্রথম পরিচয় ঘটেছে।

দ্বিতীয়ত. মানচিত্রের মধ্যে ব্যবহৃত লাল রঙ আক্ষরিক অর্থেই রক্তে রঞ্জিত বাংলাদেশকে উপস্থাপন করছে। পরোক্ষভাবে এই রঙ মানচিত্রের অস্থিতিশীল রেখার বিপরীতে শক্তিশালী, গৌরবাকাঙ্ক্ষিত, দৃঢ় সংকল্পে অঙ্গীকারবদ্ধ একটি দেশকে চিহ্নায়িত করছে। একই সঙ্গে পেছনে বেগুনী পটভূমি অনুপ্রেরণা এবং সার্বভৌমত্বের ধারণা ব্যক্ত করে, যার সম্মুখে লাল রঙের মানচিত্র সূচিত করছে বিপদসংকুল, বিপন্ন বাংলাদেশের সাহায্যের আবেদন। এই রঙের মাধ্যমে বহির্বিশ্বের জনগনের মনে সঞ্চারিত হয়েছে বাংলাদেশের মুক্তিকামী মানুষের পুঞ্জীভূত রাগ, ক্ষোভ, বেদনার স্ফুলিঙ্গ।

তৃতীয়ত. মানচিত্রের ওপরে সাদা দু'টি রেখা পরস্পরকে ছেদ করেছে, যার আনুভূমিক রেখাটি পৃথিবীর কর্কটক্রান্তি রেখাকে নির্দেশ করছে। এই রেখার উপস্থিতি দৃশ্যমান করছে বাংলাদেশের ভৌগোলিক অবস্থান। আবার, উল্লম্ব রেখাটি কর্কট রেখার সঙ্গে মিলিত হয়ে মানচিত্রটিকে চার ভাগে বিভক্ত করেছে ; যাতে প্রতিফলিত হয়েছে বাংলাদেশের তৎকালীন চারটি বিভাগের (ঢাকা, রাজশাহী, খুলনা, চট্টগ্রাম) সূক্ষ্ম আভাস। এর মাধ্যমে বাংলাদেশের অভ্যন্তর ও চারপাশ এবং পৃথিবীর মাঝে এর অবস্থান পৃথিবীবাসীর মনোজগতে নিবিড়ভাবে গ্রথিত হয়েছে।

চিত্র ২ : বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন প্রকাশিত ডাকটিকিট *(বাংলাদেশ ডাক অধিদপ্তর থেকে সংগৃহীত*

▪ **চিত্র ২** : বাংলাদেশের মুক্তি সংগ্রামের আতঙ্কময় দিনগুলোর অশুভ সূচনা হয়েছিল ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ কালো রাতে। এই রাতে সকল প্রগতিশীল আন্দোলনের সাংগঠনিক কেন্দ্র– ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-শিক্ষকের ওপর পাক-সেনাদের নারকীয় নিষ্ঠুরতম পৈশাচিক হত্যাযজ্ঞ শুরু হয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এ ধরনের বর্বর ও কাপুরুষোচিত ঘটনাকে কেন্দ্র করে এই ডাকটিকিটটি তৈরি হয়েছে। ২০ পয়সা মূল্যমানের এই ডাকটিকিটের নকশা টাইপোগ্রাফিক ভিত্তিক। এই টাইপোগ্রাফি শুধু রঙ আর আকার (size)-এর মাধ্যমে নান্দনিক রূপ পেয়েছে। এখানে সবুজ পটভূমিতে ইংরেজি ভাষায় 'Massacre at Dacca University on 25th-26th March 1971' বাক্যটি বাম অ্যালাইনে খণ্ডিতভাবে উল্লম্ব ভঙ্গিতে উপস্থাপিত হয়েছে ; যা শব্দের ধরন ও

গুরুত্ব অনুযায়ী সাজানো হয়েছে অত্যন্ত সুচারুভাবে। বিশেষ করে, এখানে 'ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়'-কে দু'টি শব্দে না করে তিনটি শব্দে প্রদর্শন করা হয়েছে। এর ফলে ব্যাকরণ-বিধি লঙ্ঘন হয়নি, বরং ডিজাইনগত দিক থেকে নান্দনিকতার মানদণ্ডে এটি অধিকতর ঋদ্ধ হয়েছে। পাশাপাশি বিরতিপূর্ণ উচ্চারণের জন্যও এতে একধরনের গাম্ভীর্যপূর্ণ গুরুত্ব তৈরি হয়েছে। এভাবে শব্দ সাজানোর কারণে চারকোনা পটভূমি এবং শব্দগুলির ডান পাশে সৃষ্টি হয়েছে ছন্দময় ফাঁকা স্পেস। এই ছন্দ তৈরি হয়েছে মূলত একই শৈলীর অক্ষরের মাপের তারতম্যের কারণে। শুধু তাই নয়, অন্যান্য টেক্সটের চেয়ে ৩ গুণ বড় আকারে হলুদ রঙে উপস্থাপিত 'ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়' এবং এর ওপরে ১২টি লাল ফোঁটা সেই ছন্দকে অক্ষরের মধ্যেও সঞ্চারিত করেছে। পাশাপাশি টেক্সট এবং ফোঁটার রঙ ও আকৃতিগত বৈপরীত্য সম্পূর্ণ টেক্সগুলিতে একধরনের ভিন্ন মাত্রা যুক্ত করেছে। সুপরিকল্পিত এই রূপকল্পের মাধ্যমে 'ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়' যেমন একদিকে নান্দনিক ব্যঞ্জনা তৈরি করেছে, তেমনি সর্বোচ্চ গুরুত্ব বহনকারী টেক্সট হিসেবে ডাকটিকিটের মূল বিষয়কেও বিশ্ববাসীর সামনে উদ্ভাসিত করেছে সুকৌশলে। চিহ্নতাত্ত্বিক বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে বলা যায়–

প্রথমত. এখানে 'ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়' কথাটি স্যানস শেরিফ (sans serif font) টাইপ শৈলীতে ব্যবহৃত হয়েছে। এই টাইপের বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী অক্ষরগুলির মুক্ত স্থানে আলংকারিক কোনো স্ট্রোক (stroke) পরিলক্ষিত হয়নি। এর ফলে টেক্সটে একই সঙ্গে স্বচ্ছ, স্পষ্ট এবং সুবিন্যস্ত ও পরিচ্ছন্ন এক ভাব তৈরি হয়েছে, যা একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শৃঙ্খলা ও রীতি-নীতির সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ। পাশাপাশি, টাইপটি বড় হাতের অক্ষর এবং বোল্ড হওয়াতে এতে একধরনের রাশভারী আবহ তৈরি হয়েছে ; যা উক্ত প্রতিষ্ঠানের মেজাজ ও গুরুভারের সঙ্গে সম্পূর্ণরূপে মানানসই। আবার, ডান পাশের ফাঁকা স্পেসের কারণে 'ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়' শব্দটিতে আনুভূমিকভাবে একধরনের শক্ত কাঠামো তৈরি হয়েছে। এতে বাংলাদেশের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলির পাশে বিন্যস্ত ভবনের ঐতিহ্যকে নির্দেশ করে ; যা একই সঙ্গে দৃঢ়তা ও মর্যাদার ভাব ব্যক্ত করে। এই টাইপ নির্বাচন ও এর উপস্থাপনের মাধ্যমে অত্যন্ত সূক্ষ্মভাবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সম্পর্কে বহির্বিশ্বের মানুষকে সচেতন করা হয়েছে। বিশেষ করে ওপর ও নিচে সংশ্লিষ্ট সাদা রঙের ছোট্ট টেক্সট দু'টি এক্ষেত্রে ম্রিয়মান থেকেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। এই টেক্সট দু'টির কারণেই মূলত মাঝের 'ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়' শব্দটি বিষয়বস্তুর মূল ভাব বহন করতে সক্ষম হয়েছে ; যা এই সচেতনতা তৈরির মূল বীজমন্ত্র।

দ্বিতীয়ত. রঙের দিক থেকে বলা যায়, সম্পূর্ণ ডিজাইনটি বাংলাদেশের তৎকালীন পতাকার রঙে রঞ্জিত হয়েছে। চারকোনা সবুজ জমিনের ওপর লাল গোল ফোঁটাগুলি এখানে বাংলাদেশের লাল-সবুজ পতাকার চিহ্ন বহন করছে ; যেখানে হলুদ রঙের 'ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়' টেক্সটটি তদানীন্তন পতাকার মাঝের বাংলাদেশের হলুদ মানচিত্রের একটি প্রতীকী রূপ। এখানে লক্ষণীয়, পতাকায় রয়েছে লাল বৃত্তের মাঝে হলুদ মানচিত্র। কিন্তু

এই ডাকটিকিটের রূপকল্পে এর বিপরীত চিত্র দৃশ্যায়িত হয়েছে। এর মাধ্যমে ডিজাইনার খুব সূক্ষ্ম কিছু বার্তা প্রদান করেছেন। যেমন : হলুদ রঙ সূর্যের প্রতীক। এটি একদিকে অন্ধকারের বিপরীতে আলোক শক্তি প্রদান করে, অন্যদিকে জীবনদানকারী শক্তি দিয়ে উদ্ভিদ ও প্রাণিকুলকে বাঁচিয়ে রাখে। একটি দেশের বিশ্ববিদ্যালয় প্রকৃত অর্থেই সূর্যসম। এটি অজ্ঞতার অন্ধকারের মাঝে জ্ঞানের আলো প্রদীপ্ত করার একটি প্রতিষ্ঠান ; যা একটি দেশের মেরুদন্ড তৈরির প্রতিষ্ঠান হিসেবে চিহ্নিত। এখান থেকেই শিক্ষিত, মানবীয় ও বুদ্ধিদীপ্ত মানুষ তৈরি হয় ; যার মাধ্যমেই মূলত একটি দেশের উন্নতির মাপকাঠি নির্ধারিত হয়। এখানে 'ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়' টেক্সটে সূর্যের আলো বহনকারী হলুদ রঙের মাঝে লাল রক্তের ফোঁটা বাংলাদেশের মূল ভিত্তিতে আঘাত হানার অর্থ বহন করছে। হলুদের মাঝে লাল ফোঁটা যেন এখানে মর্যাদাপূর্ণ শক্তিশালী এক কাঠামোকে কলুষিত করছে। এর মাধ্যমে বিশ্ববাসীর চেতনায় পাকিস্তানিদের ঘৃণ্য বিকৃত মনোভাব, ইতিহাসের নৃশংসতম, লজ্জাদায়ক বীভৎসতার স্বরূপ উন্মোচিত হয়েছে।

- **চিত্র ৩ :** এটিও একটি টেক্সট ভিত্তিক ডাকটিকিট ; যেখানে অঙ্কের দু'টি মাত্র সংখ্যাকে কেন্দ্র করে মূল রূপকল্প তৈরি করা হয়েছে। ৫০ পয়সা মূল্যমানের অত্যন্ত বুদ্ধিদীপ্ত এই ডাকটিকিটে বাংলাদেশের তৎকালীন জনসংখ্যাকে তুলে ধরা হয়েছে সুকৌশলে। এতে কোনো উজ্জ্বল রঙ বা রেখার বাহুল্য লক্ষ করা যায় না। হালকা ধূসর রঙের পটভূমিতে বাদামী একটিমাত্র রঙে স্যানস শেরিফ (sans serif font) টাইপ শৈলীতে মধ্য অ্যালাইন (middle align)-এ সম্পূর্ণ টেক্সটটি উপস্থাপিত হয়েছে। এখানে দৃশ্যায়িত 'A Nation of 75 Million People' বাক্যটিও পূর্বে উল্লিখিত (চিত্র ২) ডাকটিকিটের রূপকল্পের মতো বিধি অনুযায়ী বিরতির সাহায্যে উল্লম্বভাবে সজ্জিত হয়েছে। ন্যূনতম গ্রাফিক উপাদান দিয়ে তৈরি হলেও এই ডাকটিকিটে নান্দনিক নীতির সকল বৈশিষ্ট্য লক্ষ করা যায়। যেমন : এখানে '75' সংখ্যাটি সংশ্লিষ্ট 'A Nation of ' এবং 'Million People' শব্দগুলি থেকে আকারে অনেক গুণ বড়। কিন্তু তারপরও এই ছোট্ট দু'টি টেক্সট উল্লিখিত '৭৫' সংখ্যার সঙ্গে উল্লম্বভাবে প্রতিসম ভারসাম্য (symmetrical balance) রক্ষা করেছে। এখানে বৈপরীত্য তৈরি হয়েছে মূলত টেক্সটের আকার এবং দুই বৈশিষ্ট্যের বর্ণের কারণে ; যেখানে একদিকে ইংরেজি বর্ণ এবং অপরদিকে সংখ্যা দিয়ে গঠিত টেক্সট রয়েছে। আবার, পরস্পরের সঙ্গে সামঞ্জস্য রয়েছে রঙ, আকৃতি এবং ফন্টে। ফলে সম্মিলিতভাবে উপাদানগুলিতে তৈরি হয়েছে

চিত্র ৩ : বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন প্রকাশিত ডাকটিকিট *(বাংলাদেশ ডাক অধিদপ্তর থেকে সংগৃহীত)*

ঐক্য (unity)। এখানে বিশেষভাবে লক্ষণীয়– '৭৫' সংখ্যাটিতে শব্দ বা সংখ্যার স্বাভাবিক স্পেস রাখা হয়নি। যদিও সংখ্যার বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী পৃথক মানের একক দু'টি সংখ্যা পাশাপাশি অবস্থান করে দশকের মান তৈরি করে, তারপরও এক্ষেত্রে সংখ্যা দু'টিকে পরস্পরের ওপর ওভারল্যাপিং করে উপস্থাপন করা হয়েছে। এর ফলে '৭' ও '৫' একত্রিত হয়ে এমন এক অবস্থানে জুড়েছে, যেখানে '৭'-এর ওপরে একটি জোরালো মাত্রা তৈরি হয়ে একক সত্তায় রূপান্তরিত হয়েছে। অর্থাৎ এখানে পরিকল্পিতভাবে এই দুইয়ের সংযোগ ঘটিয়ে অতি সূক্ষ্মভাবে অভিনব এক রূপকল্প সৃষ্টি করা হয়েছে ; যার মাধ্যমে প্রকৃত বিষয়বস্তুর অন্তর্নিহিত বার্তা বিশ্ববাসীর অনুভূতিতে প্রতিক্রিয়াশীল হয়েছিল। ব্যবহৃত উপাদান থেকে শনাক্তকৃত চিহ্নতাত্ত্বিক বার্তাসমূহ হলো–

প্রথমত. এখানে ইংরেজি ভাষায় উপস্থাপিত বাক্যটি দিয়ে বাস্তবিকই ৭৫ মিলিয়ন মানুষের একটি জাতিকে বোঝানো হয়েছে ; যারা মূলত বাংলাদেশের নাগরিক। এক্ষেত্রে ব্যবহৃত অনেক গুণ বড় আকারের '৭৫' সংখ্যাটি সহজ-স্বাভাবিক পরিচিত একটি সংখ্যা শুধু নয়, এর মধ্যে সুনিপুণভাবে প্রোথিত নির্দিষ্ট কিছু বার্তাও নিহিত রয়েছে। জোড়া লাগানো '৭৫' সংখ্যার মধ্যে দিয়ে যে বিষয়টি এখানে প্রকট হয়েছে, তা হলো– বাংলাদেশের এই ৭৫ মিলিয়ন বা সাড়ে সাত কোটি মানুষ একক সত্তা হিসেবে একত্রিত ; যারা স্বাধীনতা অর্জনের জন্য সংগ্রামরত। অর্থাৎ, এর মাধ্যমে চিহ্নায়িত হয়েছে– বাংলাদেশের সাড়ে সাত কোটি অদম্য মানুষের সম্মিলিত কণ্ঠের এক জোরালো আকুতি। এই সংখ্যা দৃশ্যায়িত করার মাধ্যমে বিশ্ব চেতনায় বাংলাদেশের এধরনের বিশাল জনসংখ্যার মুক্তির সংগ্রামের যৌক্তিকতা তুলে ধরা হয়েছে।

দ্বিতীয়ত. দু'টি সংখ্যা যুক্ত হওয়ার ফলে সংখ্যা দু'টির ওপরে এক ধরনের বলিষ্ঠ স্তম্ভ জাতীয় ফর্ম তৈরি হয়েছে ; যা সংখ্যার নিচের অংশগুলিকে ধারণ করছে। এই ফর্ম অচ্ছেদ্য বা জমাট অথবা নিরেট অবস্থানকে চিহ্নায়িত করছে ; যা ব্যক্ত করছে সংখ্যা দু'টির তথা বাংলাদেশের সাত কোটি মানুষের নিবিড়ভাবে একটি বন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার ইঙ্গিত। একই সঙ্গে এই ফর্মের নিচের অংশগুলি পরস্পরের সঙ্গে যুক্ত হওয়া সত্ত্বেও সংখ্যার গড়নের কারণে একধরনের মুক্ত ভাবের আভাস তৈরি হয়েছে। এর মাধ্যমে অনুভূত হয়– সাড়ে সাত কোটি বাঙালির গ্রহণ-বর্জনের তীক্ষ্মতা এবং এতে তাদের সমন্বিত কণ্ঠস্বর একই বাণীতে সোচ্চার হলেও তারা প্রকৃতপক্ষে একক সত্তা। কিন্তু পরাধীনতার প্রশ্নে নিজেদের আত্মচেতনার স্ফুলিঙ্গ ঘটাতে তারা এক ও অভিন্ন আত্মা। সুতরাং বলা যায়– '৭৫' সংখ্যার দিয়ে সুচারুভাবে তৈরিকৃত রূপকল্পটির অন্তনির্হিত বার্তা মূল বিষয়বস্তুর সঙ্গে পুরোপুরি প্রাসঙ্গিক ; যার ফলে বিদেশের জনগণের চেতনায় বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ ন্যায়সঙ্গত হিসেবে বিবেচিত হয়েছে।

তৃতীয়ত. উপাদানগুলিতে ব্যবহৃত বাদামী রঙ শক্তি ও নির্ভরতার প্রতীক। এই রঙ এখানে একদিকে ব্যক্ত করে সাড়ে সাত কোটি বাঙালির দলগত শক্তি ও নিরাপত্তার আখ্যান, আবার অন্যদিকে প্রস্ফুটিত করে তাদের অন্তরের বিলাপসূচক নিগূঢ় কথন। একই সঙ্গে দুই সংখ্যার সংযোগ স্থলের তুলনামূলক গাঢ় রঙের উপস্থিতি জানান দেয় যুদ্ধকালীন পরিবেশ-প্রতিবেশে উদ্ভূত অশুভ, অমঙ্গলের ছায়া। এই ছায়া ৭৫ মিলিয়ন বাঙালির দলশক্তির মাঝে একধরনের অব্যক্ত আনুকূল্যের আবেদনের ধারণা প্রকাশ করে। এর মাধ্যমে যুদ্ধকালীন ভয়াবহতায় বাংলাদেশের কোটি মানুষের অব্যক্ত কান্নার আহাজারির প্রচ্ছন্ন আভাস বহিঃজগতের চেতনায় আলোড়ন সৃষ্টি করেছে।

- **চিত্র ৪ :** মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন **১৯৭১** সালে ২ মার্চ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রনেতাদের মাধ্যমে উত্তোলিত হয় বাংলাদেশের প্রথম পতাকা। প্রথম অবস্থায় গাঢ় সবুজ ও লাল বৃত্তের কেন্দ্রস্থলে সোনালী রঙের বাংলাদেশের মানচিত্র খচিত ছিল। এই পতাকার আদলেই পরবর্তীতে স্বাধীন বাংলাদেশের জাতীয় পতাকার নমুনা নির্ধারণ করা হয় (ফারুক, ২০১১ : ৬৩)। আলোচ্য ডাকটিকিটে মূলত প্রথম তৈরিকৃত বাংলাদেশের পতাকার রূপ উপস্থাপিত হয়েছে র‍্যাডিয়াল কম্পোজিশনে (radial composition) ; যার মূল্যমান ছিল ১ টাকা। নিচে ‘Flag of Independence’ শব্দটি মাঝের বৃত্তের সঙ্গে সঙ্গতি বজায় রেখে মধ্য অ্যালাইনে (middle align) উপস্থাপিত হয়েছে। উল্লেখ্য, এখানে পতাকার প্রকৃত রঙ ব্যবহার করা হয়নি, বরং উজ্জ্বল সবুজের (neon green) মাঝে ভারমিলিয়ন (vermilion) লাল ও হলুদ মানচিত্র ব্যবহৃত হয়েছে। অর্থাৎ সহজেই অনুমেয়, পতাকা থেকে অনুসৃত হলেও প্রকৃতপক্ষে ডিজাইনার এখানে দেশ-বিদেশের দৃষ্টি আকর্ষণের লক্ষ্যে সুপরিকল্পিত একটি বার্তাবহ রূপকল্প তৈরি করেছেন রঙের ভিন্নতার মাধ্যমে।

চিত্র ৪ : **বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন প্রকাশিত ডাকটিকিট** *(বাংলাদেশ ডাক অধিদপ্তর থেকে সংগৃহীত)*

এখানে চিহ্নতাত্ত্বিক বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে লক্ষ করা যায়–

প্রথমত. পতাকার গাঢ় সবুজ রঙ মূলত বাংলাদেশের অফুরান সবুজ প্রকৃতির প্রতিনিধি হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছিল ; যেখানে সুজলা সুফলা শস্য শ্যামলা মাটির মাঝে ঘুমিয়ে আছে বাংলার লক্ষ মুক্তিসেনা। কিন্তু এই ডাকটিকিটের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত উজ্জ্বল সবুজ মূলত অফুরন্ত জীবনীশক্তি এবং উত্তেজনার ধারণা দেয়। ফ্লুরোসেন্ট (fluorescent)

বা নিয়ন রঙ মূলত প্রাথমিক ও মাধ্যমিক রঙের উজ্জ্বল সংস্করণ ; যা প্রচলিত রঙের চেয়ে বেশি আলো শোষণ করে এবং প্রতিফলিত করে। এগুলি ব্যবহৃত হয় সাধারণত কোনো কিছুকে খুব বেশি মাত্রায় আকর্ষণীয়, উজ্জ্বল, প্রাণবন্ত বা প্রদীপ্ত করার উদ্দেশ্যে। সহজ কথায়, এই রঙগুলি বস্তুর দৃশ্যমানতা বৃদ্ধি করে আধিক্যপূর্ণ দৃষ্টি আকর্ষণে সাহায্য করে ; যা মানব মনে অধিক শক্তিশালী প্রভাব ফেলতে পারে। যদিও সবুজ রঙ মন ও মানসিকতার ওপর শান্ত প্রভাব ফেলে, কিন্তু নিয়ন সবুজ একধরনের সংকেতধ্বনি হিসেবে সর্বদা বিরাজমান। অতি উজ্জ্বলতার কারণে এই রঙ বিপদ ও সতর্কতার সঙ্গে প্রায়শই যুক্ত থাকে ; যা মানুষের চেতনাকে খুব দ্রুত প্রতিক্রিয়াশীল করতে সহায়তা করে। আলোচ্য ডাকটিকিটের ক্ষেত্রে– এই রঙের মাধ্যমে বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রামরত মানুষের নির্দিষ্ট লক্ষ্য অর্জনের প্রতি দৃঢ় সংকল্প, অসীম সাহসিকতা এবং প্রগাঢ় মনোযোগকে বিশ্ববাসীর সামনে দৃষ্টিগোচর করা হয়েছে।

দ্বিতীয়ত. পতাকা অনুযায়ী লাল রঙের বৃত্ত একদিকে ভোরের সূর্যের প্রতীক ; যেখানে ভোরের প্রথম রাঙা সূর্যোদয়ের ধারণা ব্যক্ত করে। অর্থাৎ এক্ষেত্রে একটি স্বাধীন জাতির নব জন্ম আর আশার আলোকে নতুন দিনের সূর্য ওঠার সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। অন্যদিকে আবার, লাল রঙ রক্তের প্রতীক। এই রক্ত বাংলাদেশের লাখো শহিদের রক্ত ; যাতে রঞ্জিত হয়েছে বাংলার খাল-বিল থেকে শুরু করে সবুজ মাঠ, প্রান্তর সর্বস্থান। আলোচ্য ডাকটিকিটের ক্ষেত্রে পতাকার এই লাল রঙ উক্ত ধারণা ছাপিয়ে আরও কিছু গুপ্ত বার্তা প্রদান করে। এখানে এই লাল আগুনের রঙ ; যা ঐতিহাসিকভাবে ত্যাগ, বিপদ এবং সাহসের সঙ্গে গভীরভাবে জড়িত। এক্ষেত্রে লাল রঙ বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রামরত মানুষের জ্বলন্ত আবেগের প্রতীক ; যা আগ্রাসনের সাথে যুক্ত। এটি সংগ্রামরত বাঙালির বহুদিনের জমে থাকা পুঞ্জীভূত ক্লেশ, বেদনা, ঘৃণা, ক্ষোভ ও রাগ উস্কে দেওয়ার চালিকাশক্তি হিসেবে বিশেষ ভূমিকা রেখেছে ; যা পৃথিবীরবাসীর চেতনাকে আন্দোলিত করতে সাহায্য করেছে।

তৃতীয়ত. পতাকার কেন্দ্রস্থলে উপস্থাপিত বাংলাদেশের সোনালি রঙের মানচিত্র মূলত সোনার বাংলার ধারণাকে প্রতিনিধিত্ব করে। কিন্তু আলোচ্য ডাকটিকিটে ব্যবহৃত মানচিত্রটি হলুদ রঙে উপস্থাপিত হয়েছে। এই রঙ বৃত্তের লাল সূর্যের স্পন্দনশীল আলোকরশ্মির সঙ্গে যুক্ত ; যা আশাবাদ, শক্তি এবং বন্ধুত্বের প্রতীক। এক্ষেত্রে ব্যবহৃত হলুদ রঙ বাংলাদেশের স্বাধীকার ও জাতীয়তাবোধের এক তীব্র আকাঙ্ক্ষার ধারণা উন্মোচন করেছে। এর মাধ্যমে বিশ্ববাসীর চেতনায় একদিকে উচ্চারিত হয়েছে স্বাধীনতাকামী মানুষের বন্ধুতা স্বীকারের প্রয়োজনীয়তা এবং অপরদিকে প্রচারিত হয়েছে তাদের মানসিক ও রাষ্ট্রীয় মুক্তির আবেদনের অপরিহার্যতা।

■ **চিত্র ৫** : বাংলাদেশের স্বাধীনতার পূর্বে ১৯৭০ সালের ৭ ডিসেম্বর পাকিস্তানে জাতীয় পরিষদের সদস্য নির্বাচনের জন্য সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। এই নির্বাচনে পূর্ব পাকিস্তানের ১৬৯টি আসনের ১৬৭টিতেই পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী মুসলিম লীগ জয়লাভ করে (ইসলাম ; শিরীন, ২০১১ : ১৬৮)। কিন্তু পূর্ব পাকিস্তানের মানুষ এই অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচনের ফলাফল থেকে বঞ্চিত হয়েছিল। ফলে ৯৮ শতাংশ ভোট পেয়েও তারা সরকার গঠনের রায় অর্জনে ব্যর্থ হয় (Haq, 2013 : 25)। এই নির্বাচন এবং একে ঘিরে উদীয়মান একটি জাতি যে দৃঢ় ঐক্যের অভিজ্ঞতা লাভ করেছিল, মূলত সেই তথ্য-বার্তার দৃশ্যগত রূপকে কেন্দ্র করে আলোচ্য ডাকটিকিটের রূপকল্প নির্ণীত হয়েছে। ২ টাকা মূল্যমানের এই ডাকটিকিটে গাঢ় নীল রঙের পটভূমিতে উপস্থাপিত হয়েছে আকাশী রঙ (sky blue)-এর তিনটি বর্গক্ষেত্র। এর ওপরেরটিতে রয়েছে ইংরেজি ভাষায় রচিত টেক্সট এবং নিচের পাশাপাশি দু'টিতে রয়েছে ইংরেজি '9' এবং '8' সংখ্যা। এই তিন বর্গক্ষেত্রের মাঝে তিনটি রেখা বিশিষ্ট সরু ফাঁকা স্পেস রয়েছে। একই রঙের হওয়া সত্ত্বেও এই সূক্ষ্ম স্পেসটির কারণেই মূলত তিনটি বর্গক্ষেত্র পৃথক হয়েছে এবং তিন তল বিশিষ্ট একটি চৌকো বাক্সের আদলে রূপান্তরিত হয়েছে। এখানে লক্ষণীয়– ব্যবহৃত সকল টেক্সট পরিচিত স্বাভাবিকভাবে নিয়মে বিন্যস্ত হয়নি, বরং উপস্থাপিত হয়েছে বাক্সের বিভিন্ন তলের মাত্রা (dimension) অনুযায়ী। ফলে, এগুলি বাক্সের গায়ে লেখা– এই অনুভূতি প্রদান করে। এর মধ্যে, 'vote' শব্দ সংবলিত সাদা ছোট আয়তক্ষেত্রটি খাড়াভাবে বাক্সের উপরিতলে উপস্থাপিত হয়েছে। এর কারণেই মূলত উপলব্ধ হয়, এটি আদতে একটি ব্যালট বাক্স ; যেখানে ব্যবহৃত টেক্সটগুলিতে উল্লিখিত নির্দিষ্ট নির্বাচন এবং এর ফলাফল দৃশ্যায়িত হয়েছে সুপরিকল্পিতভাবে। এক্ষেত্রে গ্রাফিক্যাল দৃষ্টিকোণ থেকে বলা যায়– উপস্থাপিত সকল গ্রাফিক উপাদান নান্দনিক নীতি অনুযায়ী বিন্যস্ত হয়েছে। এখানে টেক্সটগুলি তিন অ্যাঙ্গেলে অবস্থিত থাকলেও এর মধ্যে যেমন রয়েছে রঙ ও ফন্টের সামঞ্জস্য, তেমনি আবার এতে লক্ষ করা যায় মাপ ও অ্যাঙ্গেলের বৈপরীত্য। বিশেষ করে, সাদা 'vote' অংশ এবং গাঢ় নীল রঙের শতাংশ (%) অংশ বাক্সের উপরিতল এবং নিচের তলের সঙ্গে চমৎকারভাবে ভারসাম্য তৈরি করেছে। শুধু তাই নয়, মাপের তারতম্য ঘটিয়ে ওপরের গাঢ় রঙের অধিক সংখ্যক টেক্সটগুলির সঙ্গে নিচের সাদা '98' সংখ্যা দু'টিরও একটি ভারসাম্য সৃষ্টি করা হয়েছে। এছাড়া, টেক্সটগুলির অ্যাঙ্গেলের ভিন্নতার কারণে এখানে একটি ছন্দও তৈরি হয়েছে। বলা যায়, উপস্থাপন কৌশলের গুণে গ্রাফিক উপাদানগুলি বার্তাবহ একটি দৃষ্টি নন্দন রূপকল্পে পরিণত হয়েছে ; যার মাধ্যমে উল্লিখিত নির্বাচনের সকল গুরুত্বপূর্ণ তথ্য বিশ্ববাসীর দৃষ্টিগোচর হয়েছে।

চিত্র ৫ : বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন প্রকাশিত ডাকটিকিট *(বাংলাদেশ ডাক অধিদপ্তর থেকে সংগৃহীত)*

ব্যবহৃত গ্রাফিক উপাদানগুলির চিহ্নতাত্ত্বিক বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে লক্ষণীয়–

প্রথমত. বাক্সের উপরিতলে ১৯৭০ সালের নির্বাচন এবং এর ফলাফল রচিত হলেও এটি শুধুমাত্র তথ্য ভিত্তিক একটি উপস্থাপনা। এর দৃশ্যগত রূপকল্পে উক্ত তথ্যের বাস্তবতা চিত্রিত হয়েছে সাদা-কালো টেক্সটকে বিভক্ত করার মাধ্যমে। এখানে লক্ষণীয়– ওপরের টেক্সটের তুলনায় নিচের সংখ্যা দু'টি আকারে বেশ বড়। এর ফলে বাক্সের উপরিতলের তুলনায় নিচের তলটিতে একধরনের ভরাট ভাব তৈরি হয়েছে ; যা সম্পূর্ণ বাক্সটিকে ওজনদার করে তুলেছে। এই ওজন তৈরি করেছে '98%' সংখ্যা দু'টি। এর মাধ্যমে উন্মোচিত হয়েছে ১৯৭০ সালের নির্বাচনে ৯৮ শতাংশ ভোট পেয়ে পূর্ব পাকিস্তানের সংখ্যা গরিষ্ঠ আসন লাভের বিষয়টি। তাই এখানে '৯৮' সংখ্যা দিয়ে বাক্সটিকে ওজনে ভারী ও শক্তিশালী করা হয়েছে ; যা প্রমাণ করে বাংলাদেশের জনগণের মুক্তির লড়াইয়ের বৈধতা। এর মাধ্যমে স্বৈরাচারী পাকিস্তানীদের বিরুদ্ধে মুক্তি পাগল বাঙালির বিদ্রোহ বিদেশিদের কাছে ন্যায়সঙ্গত হিসেবে ঘোষিত হয়েছে।

দ্বিতীয়ত. এখানে উপস্থাপিত আকাশী নীল রঙ সততা, বিশ্বাস, প্রশান্তি ও শিথিলতার (relaxation) প্রতীক। নদীর বহমান নীল পানি যেমন মানুষের মনকে শীতল ও স্নিগ্ধ করে, তেমনি নীল রঙ বিশিষ্ট ব্যালট বাক্স এখানে বাঙালির জাতির একধরনের স্বস্তি ও প্রশান্তির চিহ্ন ব্যক্ত করেছে। এই স্বস্তি মুক্তির লড়াইয়ের অনুসমর্থনে বাঙালির আত্মবিশ্বাসী হয়ে ওঠার পথে প্রথম পদক্ষেপ ; যার সূচনা হয়েছিল নির্বাচনে তাদের নিরঙ্কুশ বিজয়ের মধ্য দিয়ে। আবার সাদা আলোতে বর্ণালীর সমস্ত রঙ রয়েছে, তাই বলা যায়– এটি নিরপেক্ষ রঙ ; যাতে ব্যক্ত হয়েছে ৯৮ শতাংশের ভোট প্রাপ্তির সত্যতা ও বিশ্বস্ততা। অপরদিকে গাঢ় নীল রঙের পটভূমি কর্তৃত্বের অনুভূতি জাগিয়ে তোলে, যা আকাশী নীল রঙের ব্যালট বাক্সের গুরুত্ব উদ্ভাসিত করছে আরও জোরালোভাবে। এই ব্যালট বাক্স বাংলাদেশের স্বাধীন হওয়ার স্বপক্ষে বহির্বিশ্বের কাছে সূচিত হয়েছে এক প্রামাণিক দলিল হিসেবে।

চিত্র ৬ : **বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন প্রকাশিত ডাকটিকিট** *(বাংলাদেশ ডাক অধিদপ্তর থেকে সংগৃহীত)*

- **চিত্র ৬ :** ১৯৭০ সালের সাধারণ নির্বাচনে নির্বাচিত জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদের প্রতিনিধিদের নিয়ে মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন ১৯৭১ সালের ১০ এপ্রিল বাংলাদেশের প্রথম সরকার গঠিত হয়। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ছিলেন এই সরকারের রাষ্ট্রপতি, তাই তাঁর নামানুসারে এ সরকার পরিচিতি লাভ করে মুজিবনগর সরকার নামে। এই সরকার গঠনের মাধ্যমে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসে এক গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় রচিত হয়। কারণ, এই দিন আনুষ্ঠানিকভাবে ঘোষিত হয় বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঘোষণার আদেশ। এই লক্ষ্যে উক্ত সরকারের উদ্যোগে বিভিন্ন শ্রেণির জনগণকে নিয়ে মুক্তিযোদ্ধা বাহিনী গড়ে তোলা হয় ; যারা দেশকে শত্রুর কবল থেকে মুক্ত করার সংকল্প নিয়ে মরণপণ যুদ্ধে

ঝাঁপিয়ে পড়েছিলো (সূত্রঃ হোসেন, ১৭ এপ্রিল, ২০২১, দৈনিক ইনকিলাব)। আলোচ্য ডাকটিকিটে মূলত উল্লিখিত বিষয়কে, বিশেষ করে স্বাধীন সরকারের ঘোষণাকে কেন্দ্র করে অভিনব এক রূপকল্প তৈরি করা হয়েছে। ৩ টাকা মূল্যমানের এই ডাকটিকিটের কেন্দ্রবিন্দুতে রয়েছে গাঢ় সবুজ রঙের একটি ভাঙা শিকলের সরল ফর্ম। নিয়ন সবুজ পটভূমিতে অবস্থিত শেকলের ওপরে ও নিচে বিষয়বস্তুর লিখিত রূপ ইংরেজি ভাষায় রচিত হয়েছে ; যা উপস্থাপিত হয়েছে শেকলের চিত্রের সাপেক্ষে মধ্য অ্যালাইন (middle align)-এ। এক্ষেত্রে দুই ধরনের গ্রাফিক উপাদান (টেক্সট ও চিত্র) একই রঙে চিত্রিত হয়েছে। ফলে গড়নে ভিন্নতা থাকলেও এতে রঙের দিক থেকে সাদৃশ্য (harmony) রয়েছে। আবার, ব্যবহৃত টেক্সট এখানে শেকলের আনুভূমিক উপস্থাপনের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ। অন্যদিকে, এখানে বৈপরীত্য (contrast) লক্ষ করা যায়– টেক্সটের উল্লম্ব আর শেকলের আনুভূমিক গড়নে। তাছাড়া, শেকলের বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী এর মধ্যে গোল আকৃতি আর গোল কোনার আয়তক্ষেত্রের মধ্যে রয়েছে আকৃতিগত বৈপরীত্য। পাশাপাশি শেকলের ভাঙা অংশের সর্পিলাকার এবং সরলরেখার মধ্যে রেখাগত বৈপরীত্য রয়েছে। এই ভাঙা অংশের কারণে আবার শেকলটিতে তৈরি হয়েছে একধরনের ছন্দ (rhythm), যা সম্পূর্ণ নকশায় সৃষ্টি করেছে এক ভিন্ন মাত্রার সংযোজন। অর্থাৎ স্বল্প সংখ্যক সরল গ্রাফিক উপাদান সংবলিত আলোচ্য নকশাটি নান্দনিক গুণে পুষ্ট হয়ে উপযুক্ত বার্তাবহ রূপকল্প হিসেবে প্রদর্শিত হয়েছে ; যা বহির্বিশ্বের মনজগতে চিন্তার উপাদান হিসেবে কার্যকর ভূমিকা রেখেছে।

চিহ্নতাত্ত্বিক বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে এখানে ব্যবহৃত বিভিন্ন উপাদান সম্পর্কে বলা যায়–

প্রথমত. সাধারণ অর্থে শেকল হলো কারাবাসের প্রতীক ; যার উদ্দেশ্য ব্যক্তির স্বাধীনতাকে রোধ করা, তার চলাফেরা নিয়ন্ত্রণ করা। অন্য কথায়, মানুষকে দাস বা বন্দী হিসেবে ধরে রাখা। প্রাক আধুনিক যুগে দাসদের এবং সাজাপ্রাপ্ত আসামীদের হাতে বা পায়ে শেকল পড়িয়ে রাখার রেওয়াজ প্রচলন ছিল ; যা আধুনিক যুগেও অনেক স্থানে বলবৎ রয়েছে। আলোচ্য ডাকটিকিটে উপস্থাপিত শেকল মূলত পাকিস্তান কর্তৃক বাংলাদেশের শোষণ ও দমনের প্রতীক হিসেবে ব্যাবহৃত হয়েছে। এখানে শেকলের ভাঙা অংশের মাধ্যমে সেই দাসত্ব থেকে মুক্তির বার্তা প্রচারিত হয়েছে। শেকল ভাঙার এই মহৎ উদ্যোগ অঙ্কুরিত হয়েছিল ১৯৭১ সালের ১০ এপ্রিল মুজিবনগর সরকার কর্তৃক বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঘোষণার মধ্য দিয়ে। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ প্রকৃত অর্থেই ছিল শেকল ভাঙার মতো একটি বিষয় ; যা স্বৈরতন্ত্রী পাকিস্তান রাষ্ট্রের রাজনৈতিক ঐক্যের পতন ও অবসানের সূচনা ঘটায়। এর ফলে বাংলাদেশ নৈতিক শক্তিতে বলীয়ান হয়ে একটি বৈধ সত্তা রূপে সগৌরবে আবির্ভূত হয়েছে। সুতরাং বলা যায়– এখানে ব্যবহৃত ভাঙা শেকলের রূপকল্প স্বাধীনতার সবচেয়ে শক্তিশালী এবং অবিচল প্রতীক হিসেবে বৈদেশিক সমর্থন অর্জনে সুদূরপ্রসারী ভূমিকা রেখেছিল।

দ্বিতীয়ত. উপস্থাপিত সবুজ রঙ সাফল্য, আশাবাদ ও সৌভাগ্যের প্রতীক ; যা মানবমনে ইতিবাচক প্রদীপ্তির প্রবাহ সৃজন করে। এখানে শেকলের সবুজ রঙ ব্যক্ত করে শোষিত বাঙালির শৃঙ্খল মুক্ত হওয়ার স্পৃহা জাগ্রত হওয়ার বার্তা। উল্লিখিত নির্দিষ্ট দিনে স্বাধীন সরকার গঠন এবং সরকার প্রধানের মুক্তিযুদ্ধের আহ্বানে অত্যাচারিত মুক্তি পাগল বাঙালির মনে তৈরি হয়েছিল একধরনের আশার ফুলকি। এই আশার উদ্দীপনায় সিক্ত হয়ে বাংলার সূর্যসন্তানেরা দেশ মা'য়ের সম্মান-সার্বভৌমত্ব রক্ষায় মরণপণ লড়াইয়ে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলো। পক্ষান্তরে, পটভূমিতে ব্যবহৃত উজ্জ্বল নিয়ন সবুজ এখানে পুনর্জন্মের প্রতীক হিসেবে উপস্থাপিত হয়েছে। এক্ষেত্রে এই রঙ পরাধীনতার শেকল থেকে মুক্ত হয়ে বাংলাদেশের নবরূপে জন্ম নেওয়ার বাণী উচ্চারণ করে। এর মাধ্যমে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সাফল্য ও সৌভাগ্যের বাস্তবায়ন বিশ্ববাসীর কাছে গুরুত্ব পেয়েছিল।

- **চিত্র ৭ :** ৫ টাকা মূল্যমানের আলোচ্য ডাকটিকিটের রূপকল্প হিসেবে গুরুত্ব পেয়েছে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতিকৃতি। মৃদু হাস্যজ্জল ভঙ্গির প্রতিকৃতিটি হালকা বাদামী রঙের পটভূমিতে মধ্য কম্পোজিশনে দৃশ্যায়িত হলেও উপস্থাপিত হয়েছে কিছুটা ডান অ্যালাইনে (right align) সাদা-কালো সিলৌট হাফটোন (silhouette halftone) ফটোগ্রাফে। একরঙা এই ফটোগ্রাফ (monochrome photography)-এর বাম পাশের প্রান্ত ঘেঁসে প্রতিকৃতির নাম উল্লম্বভাবে রচিত হয়েছে ; যা প্রতিকৃতিটির সঙ্গে ভারসাম্য (balance) তৈরি করেছে মূলত আকারে। তবে ভিন্নভাবেও এখানে ভারসাম্য পরিলক্ষিত হয়েছে। যেমন : সাদা রঙে রঞ্জিত ইংরেজি ভাষায় রচিত 'শেখ মুজিবুর রহমান' নামটি ফটোগ্রাফের সাদা অংশের সঙ্গে যেমন সঙ্গতিপূর্ণ (harmony), তেমনি প্রতিকৃতির লম্বাটে ভাবের সঙ্গেও সাদৃশ্যপূর্ণ। একই সঙ্গে ফটোগ্রাফের কালো অংশের সঙ্গে নামের টেক্সটের সাদা রঙ বৈপরীত্য (contrast) তৈরি করেছে। আবার, দৃশ্যগত রঙের পারস্পরিক সম্পর্কের কারণে ফটোগ্রাফটি সাদা-কালো হলেও পটভূমির হালকা বাদামী রঙের স্যাচুরেশন (saturation)-এর একটি আবহ এতে লক্ষ করা যায়। এর ফলে ব্যবহৃত সকল গ্রাফিক উপাদানের পরস্পরের মধ্যে ভারসাম্যের পাশাপাশি সৃষ্টি হয়েছে সামঞ্জস্য ও ঐক্য (unity)। এখানে ব্যবহৃত প্রতিকৃতির মাধ্যমে বাংলাদেশের স্বাধীনতার মহানায়ক হিসেবে বিশ্বনাগরিকের চেতনায় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান নামের এক মহান রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বের পরিচয় উন্মোচিত হয়েছে।

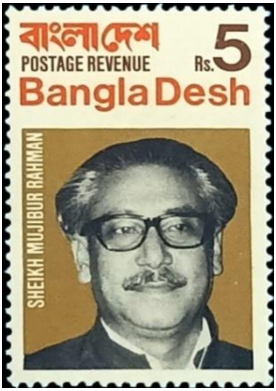

চিত্র ৭ : **বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন প্রকাশিত ডাকটিকিট**
(বাংলাদেশ ডাক অধিদপ্তর থেকে সংগৃহীত)

এখানে ব্যবহৃত প্রতিকৃতির চিহ্নতাত্ত্বিক বার্তাসমূহ হলো–

প্রথমত. উপস্থাপিত প্রতিকৃতি আর তাঁর নাম বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে এক অনন্য উজ্জ্বল রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব ; যাকে বাংলাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলন ও মুক্তিযুদ্ধের সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ চরিত্র হিসেবে কৃতিত্বের স্বীকৃতিস্বরূপ পরবর্তীতে 'জাতির জনক' হিসেবে অভিহিত করা হয়। প্রচণ্ড প্রভাবক্ষম এই মহান ব্যক্তির ৭ মার্চের ঐতিহাসিক ভাষণ বাঙালি জাতির ইতিহাসে যুগ সন্ধিক্ষণ হিসেবে চিহ্নিত। তাঁর এই অভূতপূর্ব ভাষণ এবং বিস্ময়কর ভাবমূর্তি ছিল মুক্তিযোদ্ধাদের উৎসাহ-অনুপ্রেরণা এবং ঐক্য ও দৃঢ়তার মূল আধার ; যার মাধ্যমে বাংলাদেশের স্বাধীনতার রূপরেখা প্রণীত হয়। সাধারণত এধরনের কর্তৃত্বপূর্ণ এবং গৌরবান্বিত ব্যক্তির প্রতিকৃতি উপস্থাপিত হয় ব্যক্তিত্বের শ্রেষ্ঠত্ব প্রদর্শন করে। কিন্তু এই ডাকটিকিটের নকশার ক্ষেত্রে তার ব্যতিক্রম লক্ষ করা যায় ; যেখানে বাংলাদেশের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তির প্রতিকৃতি উপস্থাপিত হয়েছে খুবই সরল আর অনাড়ম্বরভাবে। এখানে লক্ষণীয়– উপস্থাপিত বঙ্গবন্ধুর ফটোগ্রাফটি সাদা-কালো হলেও এতে রঙের ডেপথ (depth) তুলনামূলক কম রয়েছে। ফলে প্রতিকৃতিটির মধ্যে একধরনের কোমলভাব তৈরি হয়েছে ; যার মাধ্যমে উপস্থাপিত ব্যক্তির অন্তরজগতের মাধুর্যপূর্ণ আবেগ উদ্ভাসিত হয়েছে সুস্পষ্টভাবে। অর্থাৎ এক্ষেত্রে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-কে নেতৃত্বদানসুলভ শক্তিশালী ব্যক্তিত্ব হিসেবে নয়, বরং তাঁকে দেখানো হয়েছে শান্ত, কোমল মনোভাবের একজন মানুষ হিসেবে। কারণ, লক্ষ লক্ষ মানুষের মনে জাতীয়তাবোধ ও দেশপ্রেম জাগিয়ে তোলার নিয়ামক হিসেবে যে ব্যক্তি আবির্ভূত হয়, তাকে তাঁর পরাক্রমশালী ব্যক্তিত্বের পাশাপাশি হতে হয় খাঁটি হৃদয়ের অধিকারী। বঙ্গবন্ধুর এই সততাপরায়ণ ঐকান্তিক অন্তর্দেশই মূলত তাঁকে সত্যিকারের একজন শ্রেষ্ঠ নেতা বানিয়েছে ; যার ভালোবাসা ও অনুপ্রেরণায় একটি গোটা জাতি মুক্তির লড়াইয়ে লিপ্ত হয়েছিল। যদিও মুক্তিযুদ্ধের এই অবিসংবাদিত নায়ক নিজে যুদ্ধপর্বের পুরোটা জুড়ে কারাগারে বন্দী ছিলেন, তারপরও তাঁর ভাবমূর্তি এবং 'বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান' নামটি ঐ সময়ে সকল মুক্তিযোদ্ধা, দেশবাসীকে প্রবল বন্ধনে আবদ্ধ করে রেখেছিল। অর্থাৎ বলা যায়, এই ডাকটিকিটে উপস্থাপিত বঙ্গবন্ধুর এহেন প্রতিকৃতি তাঁকে বিশ্ব সম্প্রদায়ের কাছে শুধু মুক্তিযুদ্ধের মহান যোদ্ধা হিসেবে প্রতিপন্ন করেছে তাই নয়, বরং তাঁর তৎকালীন অবস্থান ও নিরাপত্তার দিকেও নির্দেশ করেছে।

দ্বিতীয়ত. ডিজাইনের দৃষ্টিকোণ থেকে সাদা-কালো ফটোগ্রাফের মনোক্রম রঙ বিষয়, টেক্সচার, আকৃতি এবং প্যাটার্নের ওপর দর্শকের চোখকে অধিকতর কেন্দ্রীভূত করতে সাহায্য করে। মনোক্রম রঙ একধরনের স্মৃতিময় আবেগ (nostalgic) জাগ্রত করে ; যা দৃঢ় এক মনোশক্তির অনুভূতি প্রদান করে। এই রঙের গাঢ় টোন এবং গভীর বৈপরীত্য নির্দিষ্ট রূপকল্পের মাঝে গূঢ় মেজাজ ও রহস্যময় আভা তৈরি করে একধরনের ভাবপ্রবণতা তৈরি করে। উপস্থাপিত ফটোগ্রাফে ব্যবহৃত এই মনোক্রম রঙ বঙ্গবন্ধু শেখ

মুজিবুর রহমান-এর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য চিত্রণে সাহায্য করেছে। এক্ষেত্রে ব্যবহৃত সাদা রঙ শান্তিপূর্ণ মানুষ এবং যৌক্তিক চিন্তাবিদ হিসেবে তাঁকে প্রতিভাসিত করেছে। অপরদিকে কালো রঙ তাঁর বলিষ্ঠ মনোবল এবং দৃঢ়প্রতিজ্ঞ চরিত্রের প্রতিনিধিত্ব করছে। একই সঙ্গে আবার হালকা বাদামী পটভূমি পরিস্ফুট করে তাঁর সততা, বন্ধুবৎসল আর আস্থাভাজন মনোভাব। ব্যক্তিত্বের সঙ্গে সম্পূর্ণরূপে মানানসই এই মনোক্রম রঙ সংবলিত প্রতিকৃতি বিশ্ববাসীর হৃদয়ে বাংলাদেশ এবং বঙ্গবন্ধুর প্রতি অনুবেদন তৈরি করতে সাহায্য করেছিল।

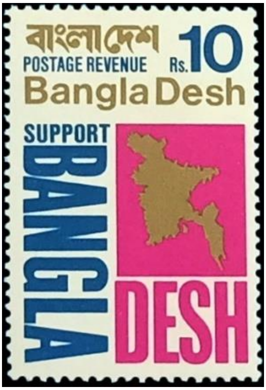

চিত্র ৮ : বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন প্রকাশিত ডাকটিকিট *(বাংলাদেশ ডাক অধিদপ্তর থেকে সংগৃহীত)*

চিত্র ৮ : ১০ টাকা মূল্যমানের আলোচ্য ডাকটিকিটের নকশাটি মিশ্র শৈলীতে চিত্রিত হয়েছে ; যেখানে টাইপোগ্রাফি এবং চিত্র উভয় ধরনের উপাদানের সমন্বয়ে তৈরি হয়েছে মূল বিষয়বস্তুর রূপকল্প। এখানে গাঢ় নীল ও ম্যাজেন্টা রঙে ইংরেজিতে রচিত 'support Bangladesh' শব্দ দু'টির অক্ষরসমূহ বিন্যস্ত হয়েছে বলিষ্ঠ রেখায় স্যানস শেরিফ (sans serif font) টাইপে। এর সঙ্গে যুক্ত রয়েছে ম্যাজেন্টা রঙের চৌকো ফর্মের মধ্যে সোনালী রঙে রঞ্জিত বাংলাদেশের মানচিত্রের ড্রয়িং। এক্ষেত্রে গ্রাফিক উপাদানগুলি উপস্থাপিত হয়েছে তিনটি আলাদা খণ্ডরূপে ; যেখানে প্রতিসম কম্পোজিশন (symmetrical composition)-এ পাশাপাশি দুই রঙের উপাদানসমূহ সমানভাবে স্থাপিত হয়েছে। পূর্বে উল্লিখিত ডাকটিকিটের মতো (চিত্র ২) এক্ষেত্রেও একটি পূর্ণ শব্দকে নির্দিষ্ট বিরতির মাধ্যমে পৃথক করা হয়েছে। ফলে নীল রঙের 'সাপোর্ট বাংলা'-র পাশে ম্যাজেন্টা রঙের 'দেশ' শব্দটি মানচিত্রসহ নিরেট একটি চতুর্ভূজের সঙ্গে চমৎকারভাবে ভারসাম্য (balance) রক্ষা করেছে। উপরন্তু তিন অংশের উপাদানগুলির মধ্যে বৈপরীত্য (contrast) তৈরি হয়েছে বিশেষত রঙ, আকৃতি এবং নিজস্ব বৈশিষ্ট্যে। এছাড়াও এগুলিরর মধ্যে অ্যাঙ্গেলগত বৈপরীত্যও পরিলক্ষিত হয়েছে। অপরদিকে সাযুজ্য (harmony) রয়েছে টেক্সটের দুই অংশের শৈলী এবং চৌকো ফর্মের কাঠামোর সঙ্গে। এর মধ্যে মানচিত্রের সর্পিলাকার (curve line) ড্রয়িং সংশ্লিষ্ট সকল উপাদানের মাঝে তৈরি করেছে একধরনের ছন্দ (rhythm) ; যার ফলে সম্পূর্ণ ডিজাইনে সংযোজিত হয়েছে ভিন্ন একটি মাত্রা। এখানে লক্ষণীয়, ব্যবহৃত তিনটি খণ্ডই বেশ জোরালোভাবে উপস্থাপিত হয়ে নকশার মূল রূপকল্প তৈরি করেছে ; যার মাধ্যমে উদ্দিষ্ট বিষয়বস্তুর প্রকৃত বার্তা বিশ্বসম্প্রদায়ের চেতনায় নাড়া দিয়েছিল।

এখানে ব্যবহৃত গ্রাফিক উপাদানগুলির চিহ্নতাত্ত্বিক বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে বলা যায়–

প্রথমত. এক্ষেত্রে ‘support’ শব্দটি ‘Bangla’ শব্দের সঙ্গে যুক্ত হয়ে স্তম্ভ (pillar) তৈরি করেছে ; যা শক্তি ও দৃঢ়তার প্রতীক। এর মাধ্যমে একদিকে ব্যক্ত হয় সম্ভাবনাময় বাংলার দীপ্তিশীলতা, অন্যদিকে ধ্বনিত হয় বাংলার মানুষের সাহসী মনোভাব, উদ্যেম, দৃঢ় সংকল্পের বাণী ; যা ধারণ করে তারা মুক্তিসংগ্রামে লিপ্ত হয়েছিল। এখানে লক্ষণীয়, ‘সাপোর্ট’ শব্দটি উল্লম্ব ‘বাংলা’-কে ঘিরে রেখেছে আনুভূমিকভাবে ; যা উন্মুক্ত স্পেসের মধ্যে বাংলা শব্দটির একধরনের স্থায়িত্ব এবং পরিপূর্ণতার আভাস দেয়। এর মাধ্যমে স্ফুরিত হয়েছে বাঙালি জাতির মুক্তিসংগ্রামের শক্ত ও সুস্থিত বুনিয়াদ। অন্যদিকে, চতুর্ভূর্জসহ বাংলাদেশের মানচিত্রকে ধারণ করছে ‘Desh’ শব্দটি। এটি যে প্রকৃতপক্ষে একটি দেশের হৃদয়স্পর্শী গল্পকথন, এর মাধ্যমে তা সুস্পষ্ট হয়েছে। অর্থাৎ উপস্থাপিত ‘বাংলা’ এবং ‘দেশ’– এই দুই খণ্ড সম্মিলিতভাবে বাংলাদেশের ভাবমূর্তি উন্মোচন করেছে ; যার প্রতীক হিসেবে মানচিত্রটি এখানে খুবই যৌক্তিক একটি উপস্থাপনা। আবার, অন্যভাবে বললে– ইংরেজি ‘support Bangladesh’ শব্দ দু’টি এই ডাকটিকিটের স্লোগান হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে ; যা পাশে নির্ণীত বাংলাদেশের মানচিত্রের ড্রয়িংয়ের লিখিত রূপ। সহজ কথায়, টেক্সট এবং মানচিত্র পরস্পরের পরিপূরক হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে ; যেখানে দৃশ্যগতভাবে একটি লেখা, অন্যটি ছবি। উভয়ই বাংলাদেশের প্রতিনিধিত্ব করছে ; যা মর্মস্পর্শী আবেদন বহন করে বাংলাদেশের স্বাধীনতার পক্ষে বিশ্ব জনমতকে উজ্জীবিত করেছিল।

দ্বিতীয়ত. এখানে ‘বাংলা’ শব্দে ব্যবহৃত গাঢ় নীল রঙ শক্তি ও স্থিতিশীলতর প্রতীক ; যা স্তম্ভরূপী ‘বাংলা’র মূলভাবের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ। পাশাপাশি এই একই রঙের ‘সাপোর্ট’ শব্দটি নিরাপত্তা এবং বিশ্বাসের অনুভূতি জাগ্রত করে। অপরদিকে, ম্যাজেন্টা রঙ সার্বজনীন সম্প্রীতি এবং সহানুভূতিকে প্রকাশ করে। এই রঙ এখানে ব্যক্ত করে মানুষের আবেগের এমন এক স্তরকে, যা ধারণ করে প্রেম, ভালোবাসা, বন্ধুত্ব, নির্মলতার এক পরিচ্ছন্ন রূপ। এর মাধ্যমে কোমল আবেগসম্পন্ন মানুষের হৃদয়ের কাছে সোনার বাংলাকে শত্রুমুক্ত করার নিবেদন প্রকাশিত হয়েছে। মানচিত্রের সোনালী রঙ এখানে মহিমা ও সমৃদ্ধির বার্তাবহক হিসেবে সেই নিবেদনকে আরও শক্তিশালী করার ইঙ্গিত দেয়। আবার, জমিনের সাদা রঙ সকল গ্রাফিক উপাদানকে সুস্পষ্টভাবে দৃশ্যমান করে তুলেছে ; যা বাঙালি জাতির নীরব, নির্ভীক প্রতিজ্ঞার বৈশিষ্ট্যকে প্রজ্জ্বলিত করছে। সুতরাং বলা যায়, এখানে স্বাধীনতার বার্তাবাহক হিসেবে বাংলাদেশ তার সামগ্রিক রূপ নিয়ে আবির্ভূত হয়েছে, যা বিশ্ব জনতার চেতনায় অতি সূক্ষ্মভাবে প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম হয়েছিল।

আলোচিত মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন এই ডাকটিকিটগুলি পরবর্তীতে স্বাধীন বাংলাদেশে বিভিন্ন স্মারক ডাকটিকিটের ডিজাইনের ক্ষেত্রে ব্যাপক প্রভাব ফেলে। বিশেষ করে, স্বাধীনতা দিবস, বিজয় দিবস, ভাষা আন্দোলন ইত্যাদি বিষয়ের ওপর তৈরিকৃত ডাকটিকিটে নিগূঢ় অর্থবহ রূপকল্প উপস্থাপনের প্রবণতা লক্ষ করা যায়। উল্লেখ্য যে, স্বাধীনতার প্রথম কয়েক বছরের ডাকটিকিটগুলিতে টেক্সট এবং রূপকল্পের কম্পজিশন বিশ্লেষিত ডাকটিকিটগুলির প্রায় অনুরূপ। অর্থাৎ মূল রূপকল্পের ওপরে বা নিচে ফাঁকা স্পেস তৈরি করে প্রয়োজনীয় টেক্সট স্থাপন করা হয়েছে, যা পরবর্তীতে, মূলত আশির দশক থেকে এই প্রবণতা ধীরে ধীরে বিলুপ্ত হতে থাকে। এক্ষেত্রে কম্পোজিশনে নতুনত্ব তৈরির পাশাপাশি পরবর্তী পর্যায়ের ডাকটিকিটগুলিতে যেমন অঙ্কিত ভিন্ন ধরনের রূপকল্প ব্যবহৃত হয়েছে, তেমনি ফটোগ্রাফ ও গ্রাফিক উপাদানের সংমিশ্রণে সৃষ্ট রূপকধর্মী উপস্থাপনও লক্ষ করা যায়।

৮. সার্বিক পর্যালোচনা

বর্তমান গবেষণার ক্ষেত্রে পর্যবেক্ষণ ও বিশ্লেষণ থেকে বলা যায়–

ক) উল্লিখিত আটটি ডাকটিকিটের প্রতিটি সমরূপভাবে দুই-তৃতীয়াংশে বিভক্ত। ওপরের এক অংশে বাম অ্যালাইনে (align) রয়েছে বাংলা ও ইংরেজিতে 'বাংলাদেশ' কথাটি। এর মাঝে ইংরেজিতে ডাক মাশুল শব্দটি তুলনামূলক ছোট আকারে উপস্থাপিত হয়েছে ; যার ডান দিকে বড় করে ইংরেজিতে মূল্যমান-এর সংখ্যা ব্যবহৃত হয়েছে। এখানে উল্লেখ্য, ইংরেজি ও বাংলা উভয় ক্ষেত্রেই 'বাংলা' এবং 'দেশ' শব্দটি পাশাপাশি ব্যবহৃত হলেও তা শব্দের স্বাভাবিক নিয়মে উপস্থাপিত হয়নি। এক্ষেত্রে দু'টি আলাদা শব্দ যেন একসঙ্গে জুটি বেঁধেছে। এ ব্যাপারে, বিশেষ করে ইংরেজিতে রচিত 'বাংলাদেশ' শব্দটি সম্পর্কে মোহাম্মদ লুৎফুল হক তাঁর *Postage Stamps on Liberation of Bangladesh* উল্লেখ করেছেন– সেই সময়ে, বিশেষ করে ইংরেজি নামের ক্ষেত্রে বিশ্ব সংবাদপত্রগুলিতে নাকি এভাবে দেশের নাম লেখা হতো, তাই এখানেও সেই আবহটি বজায় রাখা হয়েছে।। আবার, যেহেতু তখন পর্যন্ত টাকার কোনো চিহ্ন প্রচলিত হয়নি, তাই টাকার পরিবর্তে রুপির সংক্ষিপ্ত চিহ্ন এখানে ব্যবহৃত হয়েছে (Haq, 2013 : 15)। কিন্তু বাংলায় রচিত শব্দটির ক্ষেত্রে গ্রাফিক ডিজাইনের দৃষ্টিতে বলা যায়– ডিজাইনগত নান্দনিকতা তৈরির উদ্দেশ্যে উক্ত শব্দটি সুপরিকল্পিত বিন্যাসে উপস্থাপিত হয়েছে। এর ফলে, ডিজাইনগত দিকে যেমন ইংরেজি ও বাংলা ভাষায় রচিত দু'টি টেক্সটে সামঞ্জস্য তৈরি হয়েছে, তেমনি ভাষাগত দিক থেকে দু'টি শব্দ

আলাদা ভাবে শক্তিশালী হয়েছে। এর মাধ্যমে বাংলাদেশের নির্দিষ্ট সংকল্পে দৃঢ় প্রত্যয় ব্যক্ত হয়েছে।

খ) ডাকটিকিটগুলো এখানে স্বদেশ ভাবনায় বাঙালির প্রত্যয়ের সৃষ্টিশীল একগুচ্ছ ক্ষুদ্রচিত্র (miniature) হিসেবে প্রকাশিত হয়েছে। তাই আটটি ডাকটিকিট স্বতন্ত্র হলেও একই সঙ্গে আবার পরস্পর সম্পর্কিত। এই আন্তর সম্পর্ক তৈরি হয়েছে মূলত দৃশ্যগত বিচিত্র রূপকল্পের মাধ্যমে, যেখানে এক একটি ডাকটিকিটের স্বতন্ত্র রূপকল্প বাংলাদেশের ভিন্ন ভিন্ন সময়ের নানা ঘটনা প্রবাহকে প্রতিফলিত করলেও তা আবর্তিত হয়েছে মূলত মুক্তিযুদ্ধের নির্দিষ্ট বার্তাকে কেন্দ্র করে। এখানে রূপকল্পের প্রতিটি উপাদান এবং গ্রাফিক্যাল বৈশিষ্ট্য মূল বিষয়বস্তুর সঙ্গে পারস্পরিক সম্পর্কযুক্ত। এই সম্পর্ক শুধু যে মূল রূপকল্পের মাঝে সীমাবদ্ধ তা নয়, বরং ডাকটিকিটের ওপরের এক তৃতীয়াংশে ব্যবহৃত উপাদানগুলির মধ্যেও এই সম্প্রীতির প্রকাশ পরিলক্ষিত হয়েছে। যদিও এখানে প্রতিটি ডাকটিকিটে একই টেক্সট দৃশ্যায়িত হয়েছে, তথাপি এগুলি মূল রূপকল্পের সঙ্গে রঙের শেড-এর দিক থেকে সামঞ্জস্যপূর্ণ। এর ফলে প্রতিটি ডাকটিকিট-ই যে একই সম্পর্কে আবদ্ধ, তা উপলব্ধ করা যায়। তাছাড়া, এর মাধ্যমে বৈশিষ্ট্যের দিকে থেকে ডাকটিকিটগুলি পৃথক হলেও এগুলি সম্মিলিতভাবে মূলত একই বিষয়কে প্রচার করছে, তার ধারণা পাওয়া যায়।

গ) ডাকটিকিটগুলোর নিচের দুই তৃতীয়াংশে ব্যবহৃত রূপকল্পগুলি সুনির্দিষ্ট শিল্প কৌশলের সাহায্যে উপস্থাপিত হয়েছে। ফলে প্রতিটি ডাকটিকিট অসাধারণ শৈল্পিক চিত্রকল্পে পরিণত হয়েছে। এই শৈল্পিকতার মূলে রয়েছে নকশা ; যা মূলত বিচিত্র গ্রাফিক উপাদানের সমন্বয়ে ডিজাইনগত নান্দনিক নীতির বৈশিষ্ট্যের মাধ্যমে দৃশ্যায়িত হয়। আলোচিত ডাকটিকিটসমূহের ক্ষেত্রে নান্দনিক নীতিগুলোকে অনুসরণ করার পাশাপাশি নকশায় চেনা উপাদানকে ভিন্নভাবে সাজানোর মাধ্যমে পরিকল্পনাগত নতুন ধারণা প্রণয়ন করা হয়েছে। সেই ধারণা যুক্তিনির্ভরভাবে প্রয়োগের দরুন এগুলিতে বিষয়বস্তুর নতুন নতুন রূপকল্প সৃষ্টি হয়েছে। ফলে, ডাকটিকিটগুলির গ্রাফিক উপাদানসমূহ বিশেষ এক শৈলীতে রূপান্তরিত হয়েছে ; যাতে নকশাগুলিতে বিস্ময়কর এক নান্দনিক অভিযোজন প্রণীত হয়েছে।

ঘ) ডাকটিকিটগুলোর নকশায় অভিনব গ্রাফিক্যাল বৈশিষ্ট্যের পাশাপাশি সংযুক্ত হয়েছে সংশ্লিষ্ট নানা ধরনের যৌক্তিক বার্তা। মূলত এই বার্তা প্রকাশক্ষম হয়েছে বিভিন্ন গ্রাফিক উপাদানের উপস্থাপন কৌশলের মাধ্যমে। সহজ কথায়– অর্থবহ রঙের মাধ্যমে প্রয়োজনীয় স্পেস বজায় রেখে নির্দিষ্ট অনুপাতে, ভঙ্গিমায়, অ্যাঙ্গেলে

উপাদানগুলি পরস্পরের মধ্যে বৈপরীত্য, ভারসাম্য ও ছন্দের মাধ্যমে ঐক্য তৈরি করে যথাযথভাবে সুবিন্যস্ত হয়েছে। বলা যায়, এখানে নানা গ্রাফিক উপাদান নান্দনিক গ্রাফিক্যাল বৈশিষ্ট্যের মাধ্যমে সুনির্দিষ্ট উপস্থাপন শৈলীতে সজ্জিত হয়েছে। এতে শুধু যে শৈলীর ভিন্নতা তৈরি হয়ে স্বতন্ত্র রূপে নকশার সৌন্দর্য নিশ্চিত হয়েছে তা নয়, বরং নির্দিষ্ট চিহ্ন তৈরির মাধ্যমে এর অন্তর্নিহিত অর্থ প্রকাশের ক্ষেত্রেও রূপকল্পগুলি অধিক মাত্রায় উপযোগী হয়েছে। অর্থাৎ এক্ষেত্রে প্রসঙ্গোচিত উপাদানসমূহ বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের বিভিন্ন অনুষঙ্গের যে চিহ্ন ধারণ করে, তা গ্রাফিক্যাল বৈশিষ্ট্যের সাহায্যে উপস্থাপিত শৈলীর মাধ্যমেই মূলত প্রতিভাসিত হয়েছে। এক্ষেত্রে সুসামঞ্জস্য গ্রাফিক্যাল বৈশিষ্ট্য নকশাগুলিতে একদিকে ডিজাইনগত নান্দনিকতা তৈরি করেছে, অন্যদিকে সুপরিকল্পিত উপস্থাপন শৈলী চিহ্নতাত্ত্বিক বার্তা বহন করে ডাকটিকিটগুলির মূল উদ্দেশ্যের স্বরূপ উন্মোচন করেছে। এই যৌথ অনুষঙ্গের সুষ্ঠু সমন্বয়ের কারণেই মূলত আলোচিত প্রতিটি ডাকটিকিটের রূপকল্পের মাঝে বিশেষ আকর্ষণীয়তা তৈরি হয়েছে এবং নকশাগুলো দৃশ্যগত যোগাযোগের ক্ষেত্রে বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ হিসেবে বিবেচিত হয়েছে।

ঙ) প্রতিটি ডাকটিকিটের উপাদান নির্বাচিত হয়েছে এমন একেকটি বিষয়কে কেন্দ্র করে, যার মধ্যে বাংলাদেশের ভৌগোলিক অবস্থান থেকে শুরু করে এর রাষ্ট্র নায়ক, পতাকার পরিচিতি, জনসংখ্যা, সর্বোচ্চ বিদ্যাপীঠের নারকীয় অবস্থা, নির্বাচনের গতিবিধি ইত্যাদি সকল কিছু উপস্থাপিত হয়েছে। এক্ষেত্রে ব্যবহৃত মানচিত্র, বিভিন্ন টেক্সট, ফটোগ্রাফ, ড্রয়িং ইত্যাদি সমস্ত কিছু সার্বজনীনভাবে মানুষের পরিচিত। এর সঙ্গে সাজুয্যপূর্ণ বার্তাবহ রঙের সংমিশ্রণ ঘটিয়ে রূপকল্প তৈরির মাধ্যমে নির্দিষ্ট চিহ্ন সৃষ্টি করা হয়েছে। এখানে ডাকটিকিটগুলিতে চিহ্নায়ক হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে নানা ধরনের বিচিত্র উপাদান, যা প্রতিটি ডাকটিকিটের ক্ষেত্রে আপাতদৃষ্টিতে পৃথক ঘটনা বা বিষয়কে চিহ্নায়িত করলেও এর মাধ্যমে মূলত অভিন্ন এক গূঢ়ার্থ প্রকাশিত হয়েছে। অন্য কথায়, ভিন্ন ভিন্ন ডাকটিকিটে উপস্থাপিত নানা ধরনের চিহ্নায়কের মাধ্যমে চিহ্নায়িত হয়েছে মূলত একই উদ্দেশ্যের গুপ্ত বার্তা। এক্ষেত্রে বলা যায়, এক একটি ডাকটিকিটে ব্যবহৃত চিহ্নায়কগুলির মাধ্যমে খণ্ড খণ্ড রূপে একটি দেশের সমগ্র ইতিহাস দৃশ্যগতভাবে রচিত হয়েছে ; যেখানে প্রতিটি ডাকটিকিটে সর্বোপরি চিহ্নায়িত হয়েছে মুক্তিযুদ্ধ সময়কালীন বাংলাদেশের সামগ্রিক পরিস্থিতি। এখানে চিহ্নায়কগুলোর ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য রূপের অন্তরালে মূলত প্রতিফলিত হয়েছে বাংলাদেশের স্বাধীনতার যৌক্তিকতা এবং বিশ্ব সম্প্রদায়ের কাছে স্বাধীন একটি রাষ্ট্র হিসেবে বাংলাদেশের স্বীকৃতি অর্জনের একান্ত অভিলাষ।

৯. উপসংহার

বর্তমানে ডাকটিকিট শুধু ডাক যোগাযোগের মূল্যের রশিদ হিসেবেই ব্যবহৃত হয় না, বরং নানা বিষয়ে চেতনাবোধ তৈরির জন্যও এটি গুরুত্বপূর্ণ এক মাধ্যম। এই ডাকটিকিট তখনই গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে, যখন এর মধ্যে উপস্থাপিত নকশার গ্রাফিক্যাল বৈশিষ্ট্য এবং এর সাহায্যে তৈরিকৃত রূপকল্পের অন্তনির্হিত বার্তা মানুষের চেতনায় অর্থবহ হয়ে ওঠে। এক্ষেত্রে গ্রাফিক ডিজাইনারদের রয়েছে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা। কিন্তু ডাকটিকিট নকশার ক্ষেত্রে বাংলাদেশে বর্তমানে অভিজ্ঞতাসম্পন্ন ডিজাইনারের সংখ্যা অপ্রতুল। ফলে বৈচিত্র্যের অভাবে অনেক ক্ষেত্রেই এদেশের ডাকটিকিট ক্রমশ তার শিল্পমান হারিয়ে ফেলছে। এর মূল কারণ, বাংলাদেশের ডাকটিকিটে অধিক মাত্রায় ফটোগ্রাফের ব্যবহার ; যেখানে পরিকল্পনাগত নতুন ধারণা এবং অভিনব রূপকল্পের মাধ্যমে শৈল্পিক আবেদন সৃষ্টির প্রবণতা মাত্রাতিরিক্ত হারে কম। এক্ষেত্রে ডাকটিকিটের নান্দনিক বিভিন্ন সমস্যা ও তার সমাধানের পথ অনুসন্ধানের জন্য প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষায় শিক্ষিত ও অভিজ্ঞতাসম্পন্ন ডিজাইনার এবং সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের সচেতনতার পাশাপাশি বিশেষভাবে প্রয়োজন এই ক্ষেত্রের খুঁটিনাটি বিষয় নিয়ে নিবিড় গবেষণা। এর মাধ্যমেই কেবলমাত্র ডাকটিকিটের নকশা সর্বাধিক শিল্পসম্মত হতে পারে ; যা আধুনিক জীবনের ব্যবহারিক, ব্যবসায়িক ও ব্যক্তিগত নানা শাখায় সর্বোচ্চ গ্রহণযোগ্যতা অর্জনের পথে প্রভাব বিস্তার করতে পারবে আরও স্বচ্ছন্দ ও সাবলীলভাবে।

তথ্য-নির্দেশ

ইসলাম, রফিকুল ; শিরীন, সৈয়দা মমতাজ (২০১১)। "মুক্তিযুদ্ধ"। *বাংলাপিডিয়া : বাংলাদেশ জাতীয় জ্ঞানকোষ*। খণ্ড **১১**, বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ঢাকা।

ঘোষ, পূর্ণেন্দু ; প্রদীপ দাস (সম্পা.) (২০০৮)। "ডাকব্যবস্থার সালতামামি"। *ডাকঘর : সেকাল একাল*। নান্দনিক প্রকাশনী, কলকাতা।

চৌধুরী, আ ব ম মহিউদ্দীন খান (২০১০)। *ডাকটিকিটের কথা*। চন্দ্রদ্বীপ প্রকাশনী, ঢাকা।

চৌধুরী, আ ব ম মহিউদ্দীন খান (২০১০)। *মুক্তিযুদ্ধের স্মারক ডাকটিকিট*। চন্দ্রদ্বীপ প্রকাশনী, ঢাকা।

পাল, গোপেশ ; প্রদীপ দাস (সম্পা.) (২০০৮)। "এক নজরে ডাক ও তার"। *ডাকঘর : সেকাল একাল*। নান্দনিক প্রকাশনী, কলকাতা।

ফারুক, এ. কে. এম (২০১১)। 'জাতীয় পতাকা'। *বাংলাপিডিয়া : বাংলাদেশ জাতীয় জ্ঞানকোষ*। খণ্ড ৫, বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ঢাকা।

ভদ্র, সুধাংশু শেখর (২০১৮)। *ডাক ব্যবস্থার ক্রমবিকাশ*। কথাপ্রকাশ, ঢাকা।

ভদ্র, সুধাংশু শেখর (২০১৭)। *পোস্টাল পিডিয়া*। প্রেসিডেন্সী পাবলিকেশন, ঢাকা।

মোর্শেদ, এস. এম. সারওয়ার (২০২২)। *মুক্তিযুদ্ধে ডাক বিভাগ*। পাললিক সৌরভ প্রকাশনী, ঢাকা।

রহমান, সৈয়দ শাহরিয়ার (২০০৮)। *উপমা-চিত্রকল্প ও প্রতীক চিহ্নের নন্দনতত্ত্ব বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথের উপন্যাস*। বাংলা একাডেমী, ঢাকা, বাংলাদেশে।

হোসেন, মোহাম্মদ আনোয়ার (১৭ এপ্রিল, ২০২১)। "মুজিবনগর সরকার এবং মুক্তিযুদ্ধ"। দৈনিক ইনকিলাব।

Bryony Gomez-Palacio and Armin Vit (2012). *Graphic Design, Referenced: A visual guide to the language, applications and history of graphic design.* Massachusetts: Rockport Publishers Inc.

Charles A. Riley 11 (1995). *Color Codes : Modern theories of color in philosophy, painting and architecture, Literature, Music and Psychology*. University Press of New England, London.

Darrodi, M. Mohammadzadeh (2012). "Models of Colour Semiotics". *PhD thesis*, United Kingdom: The University of Leeds School of Design.

Haq, Mohammad Lutful (2013). *Postage Stamps on Liberation of Bangladesh*. Nymphea Publication, Dhaka.

Kendall, Emily (2022). Color Wheel. https://www.britannica.com/science/ color-wheel

Rahman, Siddique Mahmudur (2019). *Bangladesh First Day Cover Catalogue 1971-2019*. Mukto Akash Media Star Limited, Dhaka.

Sebeok, Thomas A. (2001). *Signs : An Introduction to Semiotics*. 2nd ed. University of Toronto Press, London.